পঞ্চম অধ্যায়

পুত্রদের প্রতি ভগবান ঋষভদেবের উপদেশ

এই অধ্যায়ে জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা অপনোদনকারী মোক্ষ ধর্মেরও অতীত যে ভাগবত ধর্ম, তার বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কুকুর, শূকর ইত্যাদি পশুর মতো কঠোর পরিশ্রম করা মানুষের কর্তব্য নয়। মানব-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বপ্রকার তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন স্বীকার করা উচিত। তপশ্চর্যার প্রভাবে হৃদয় নির্মল হয় এবং তার ফলে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। এই সিদ্ধি লাভের জন্য ভগবদ্ভক্তের শরণ গ্রহণ করা উচিত এবং তাঁর সেবা করা উচিত। তখন মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়। স্ত্রী-সঙ্গীদের সঙ্গ করার ফলেই জীব জড় চেতনায় আবদ্ধ হয় এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির দুঃখ ভোগ করে। যাঁরা সর্বভূতের হিতসাধনে রত এবং সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আসক্তি রহিত, তাঁদের বলা হয় মহাত্মা। যারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে রত, তারা পাপীই হোক অথবা পুণ্যবানই হোক, আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে না। তাই তাদের কর্তব্য অতি উন্নত স্তরের ভগবদ্ভক্তের শরণাগত হয়ে, তাঁকে গুরুরূপে বরণ করা। তাঁর সঙ্গ প্রভাবে জীবনের উদ্দেশ্য অবগত হওয়া যায়। এই প্রকার সদ্‌গুরুর উপদেশের ফলে ভগবদ্ভক্তি, বিষয়-বিতৃষ্ণা এবং সুখ ও দুঃখ উভয়ের প্রতি সহিষ্ণুতা লাভ হয়। তখন সর্বভূতে সমদর্শী হওয়া যায় এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহের উদয় হয়। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের প্রচেষ্টার ফলে, তখন স্ত্রী, পুত্র এবং গৃহের প্রতি মানুষ অনাসক্ত হয়। তখন আর বৃথা সময় নষ্ট করতে ইচ্ছা হয় না। এইভাবে জীবের আত্মজ্ঞান লাভ হয়। এই প্রকার পারমার্থিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কখনও কাউকে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে নিযুক্ত করেন না। যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তির উপদেশ দিয়ে জীবকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে না, তার গুরু, পিতা, মাতা, দেবতা বা পতি হওয়া উচিত নয়। ঋষভদেব তাঁর শত পুত্রকে উপদেশ দিয়ে, তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভরতকে তাঁদের পথপ্রদর্শক এবং নেতারূপে গ্রহণ করে,

তাঁর সেবা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সমস্ত জীবদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, এবং তারও ঊর্ধ্বে বৈষ্ণবের স্থিতি। বৈষ্ণবের সেবা করার অর্থ হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। এইভাবে শুকদেব গোস্বামী ভরত মহারাজের চরিত্রকথা বর্ণনা করেছিলেন, এবং জনসাধারণের শিক্ষার জন্য ভগবান ঋষভদেবের যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিষয় বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ১

ঋষভ উবাচ

নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে
কষ্টান্ কামানর্হতে বিড়্‌ভুজাং যে ।
তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং
শুদ্ধ্যেদ্‌যস্মাদ্ ব্রহ্মসৌখ্যং ত্বনন্তম্ ॥ ১ ॥

ঋষভঃ উবাচ—ভগবান ঋষভদেব বললেন; **ন**—না; **অয়ম্**—এই; **দেহঃ**—দেহ; **দেহ-ভাজাম্**—সমস্ত দেহধারী জীবের; **নৃ-লোকে**—এই জগতে; **কষ্টান্**—কষ্টকর; **কামান্**—ইন্দ্রিয়সুখ; **অর্হতে**—যোগ্য হয়; **বিট্-ভুজাম্**—বিষ্ঠাভোজী; **যে**—যা; **তপঃ**—তপস্যা; **দিব্যম্**—দিব্য; **পুত্রকাঃ**—হে পুত্রগণ; **যেন**—যার দ্বারা; **সত্ত্বম্**—হৃদয়; **শুদ্ধ্যেৎ**—নির্মল হয়; **যস্মাৎ**—যা থেকে; **ব্রহ্ম-সৌখ্যম্**—চিন্ময় আনন্দ; **তু**—নিশ্চিতভাবে; **অনন্তম্**—অন্তহীন।

অনুবাদ

ভগবান ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের বললেন—হে পুত্রগণ, এই জগতে দেহধারী প্রাণীদের মধ্যে এই নরদেহ লাভ করে, কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করা উচিত নয়। ঐ প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ বিষ্ঠাভোজী কুকুর ও শূকরদেরও লাভ হয়ে থাকে। ভগবৎ সেবাপর অপ্রাকৃত তপস্যা করাই উচিত, কারণ তার ফলে হৃদয় নির্মল হয়, এবং হৃদয় নির্মল হলে জড় সুখের অতীত অন্তহীন চিন্ময় আনন্দ লাভ হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের মনুষ্য-জীবনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। *দেহ-ভাক্* শব্দটির অর্থ 'জড় দেহ ধারণকারী'। কিন্তু যেই জীবাত্মার মনুষ্য দেহ

লাভ হয়েছে, তার আচরণ পশুদের থেকে ভিন্ন হওয়া উচিত। কুকুর, শূকরাদি পশুরা বিষ্ঠা আহার করে তৃপ্তি লাভ করে। সারা দিন কঠোর পরিশ্রম করার পর, মানুষ রাত্রিবেলা আহার, পান, মৈথুন এবং নিদ্রার মাধ্যমে সুখভোগের চেষ্টা করে। সেই সঙ্গে তাদের ভয় থেকে যথাযথভাবে আত্মরক্ষাও করতে হয়। কিন্তু, এটি মানুষের সভ্যতা নয়। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক উন্নতি লাভের জন্য স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ্রসাধন করা। পশু-পাখি এবং গাছপালাও তাদের পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে দুঃখকষ্ট ভোগ করে। কিন্তু মানুষের কর্তব্য দিব্য জীবন লাভের জন্য তপশ্চর্যারূপ দুঃখ-দুর্দশা বরণ করে নেওয়া। দিব্য জীবন লাভ হলে, অন্তহীন আনন্দ উপভোগ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি জীবই সুখভোগ করতে চাইছে, কিন্তু জীব যতক্ষণ জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাকে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতেই হয়। মানুষের চেতনা উচ্চতর। সেই চেতনার সদ্ব্যবহার করে নিত্য আনন্দ লাভ করার উদ্দেশ্যে এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার জন্য মহাজনদের উপদেশ অনুসারে আচরণ করা আমাদের কর্তব্য।

এই শ্লোকে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সরকার, পিতা এবং স্বাভাবিক অভিভাবকদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের অধীনস্থদের কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত করার শিক্ষা দান করা। কৃষ্ণভক্তিবিহীন জীব নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়ে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। তাদের এই বন্ধন থেকে মুক্ত করে আনন্দময় হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য, ভক্তিযোগের শিক্ষা প্রদান করা উচিত। মূঢ় সভ্যতা মানুষকে ভক্তিযোগের স্তরে উন্নীত হওয়ার শিক্ষাদানে অবহেলা করে। কৃষ্ণভক্তিবিহীন মানুষ কুকুর অথবা শূকরের থেকে মোটেই উন্নত নয়। বর্তমান যুগের মানুষদের জন্য ঋষভদেবের উপদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান যুগের শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কঠোর পরিশ্রম করার শিক্ষা দিচ্ছে, এবং তাদের জীবনের কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই। মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্য ভোরবেলা ঘর থেকে বেরিয়ে যাত্রীপূর্ণ লোকাল ট্রেনে করে চাকরি করতে যায়। তাকে কর্মস্থলে পৌঁছাবার জন্য সেই ভিড়ের মধ্যে এক ঘণ্টা বা দু ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে ভ্রমণ করতে হয়। তারপরে তাকে অফিসে পৌঁছাবার জন্য বাস ধরতে হয়। অফিসে তাকে নয়টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হয়; তারপরে আবার দু-তিন ঘণ্টা ভ্রমণ করে তাকে বাড়ি ফিরতে হয়। বাড়ি ফিরে সে কিছু খেয়ে স্ত্রীর সঙ্গে যৌনসুখ উপভোগ করে ঘুমাতে যায়। তার এই কঠোর পরিশ্রমের জীবনে একমাত্র সুখ হচ্ছে একটুখানি মৈথুন। *যন্মৈথুনাদিগৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্* । ঋষভদেব স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এই প্রকার জীবন যাপন করা মানুষের উদ্দেশ্য

নয়। এই প্রকার সুখ তো কুকুর এবং শূকরদেরও লাভ হয়। বাস্তবিকপক্ষে, কুকুর এবং শূকরদের মৈথুন সুখের জন্য এইভাবে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় না। মানুষের কর্তব্য কুকুর-শূকরদের অনুকরণ না করে, ভিন্ন প্রকার জীবন যাপন করার চেষ্টা করা। তার বিকল্প পন্থারও উল্লেখ করা হয়েছে। মনুষ্য-জীবন তপস্যার জন্য। তপস্যার দ্বারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কেউ যখন কৃষ্ণভাবনামৃত বা ভক্তি লাভ করেন, তখন তিনি যে নিত্য আনন্দ লাভ করবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করার ফলে জীবন নির্মল হয়। জীব জন্ম-জন্মান্তর ধরে সুখের অন্বেষণ করছে, কিন্তু কেবল ভক্তিযোগ অনুশীলনের ফলে সে তার সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। তখন সে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/৯) বলা হয়েছে—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যে মানুষ তত্ত্বত জানে যে, আমার জন্ম এবং কর্ম দিব্য, সে তার দেহত্যাগ করার পর, আর এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করে না, পক্ষান্তরে সে আমার নিত্যধাম প্রাপ্ত হয়।"

শ্লোক ২

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্ ।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥ ২ ॥

মহৎ-সেবাম্—মহাত্মাদের সেবা; **দ্বারম্**—দ্বার; **আহুঃ**—বলা হয়; **বিমুক্তেঃ**—মুক্তির; **তমঃ-দ্বারম্**—নরকের দ্বার; **যোষিতাম্**—স্ত্রীদের; **সঙ্গি**—সঙ্গীর; **সঙ্গম্**—সঙ্গ; **মহান্তঃ**—মহাত্মা; **তে**—তাঁরা; **সম-চিত্তাঃ**—যিনি প্রতিটি জীবকে তাঁর চিন্ময় স্বরূপে দর্শন করেন; **প্রশান্তাঃ**—অত্যন্ত শান্ত, ব্রহ্ম অথবা ভগবানে স্থিত; **বিমন্যবঃ**—ক্রোধশূন্য (যারা বিদ্বেষভাবাপন্ন তাদের প্রতিও ক্রুদ্ধ না হয়ে, কৃষ্ণভক্তি বিতরণ করা কর্তব্য); **সুহৃদঃ**—সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী; **সাধবঃ**—দোষ-ত্রুটিহীন ভক্ত; **যে**—যাঁরা।

অনুবাদ

পণ্ডিতগণ ব্রহ্ম-উপাসক এবং ভগবৎ-উপাসক ভেদে দ্বিবিধ। ব্রহ্মসাযুজ্য এবং ভগবানের পার্ষদত্ব লাভরূপ দ্বিবিধ মুক্তিরই উপায় হচ্ছে মহাত্মাদের সেবা করা। পক্ষান্তরে স্ত্রীসঙ্গীদের সঙ্গ নরকের দ্বারস্বরূপ। যাঁরা সমদর্শী, ভগবানে নিষ্ঠাপরায়ণ, ক্রোধহীন এবং সমস্ত জীবের হিতসাধনে রত, এবং যাঁরা কখনও অন্যায় আচরণ করেন না, তাঁরাই মহাত্মা নামে পরিচিত।

তাৎপর্য

মানব-জীবন দুটি পথের সন্ধিস্থল স্বরূপ। এই জীবন লাভ করার পর মানুষ হয় মুক্তির পথ অবলম্বন করতে পারে নতুবা নরকের পথ। সেই পথগুলি যে কিভাবে গ্রহণ করা যায়, তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাত্মাদের সঙ্গ প্রভাবে মুক্তির পথ লাভ হয় এবং স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গের ফলে নরকের দ্বার উন্মুক্ত হয়। মহাত্মা দুই প্রকার—নির্বিশেষবাদী এবং ভক্ত। তাঁদের চরম লক্ষ্য ভিন্ন হলেও তাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পন্থা প্রায় একই রকম। উভয়েই নিত্য আনন্দ লাভ করতে চান। নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মানন্দের অন্বেষণ করে এবং ভগবদ্ভক্তেরা ভগবৎ প্রেমানন্দের অন্বেষণ করেন। প্রথম শ্লোকে *ব্রহ্ম-সৌখ্যম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *ব্রহ্ম* মানে হচ্ছে চিন্ময় অথবা নিত্য; নির্বিশেষবাদী এবং ভক্ত উভয়েই নিত্য আনন্দময় জীবনের অন্বেষণ করেন। উভয়েই পারমার্থিক সিদ্ধির অভিলাষী। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্য* ২২/৮৭) বলা হয়েছে—

অসৎসঙ্গত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার ।
'স্ত্রী-সঙ্গী—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর ॥

জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত হতে হলে, যারা অসৎ বা অসাধু তাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। অসাধু দুই প্রকার। এক হচ্ছে যারা স্ত্রীলোক এবং ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি আসক্ত, আর অন্য প্রকার অসাধু হচ্ছে অভক্ত। মহাত্মার সঙ্গ হচ্ছে ভাল দিক, এবং অভক্ত ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গটি হচ্ছে খারাপ দিক।

শ্লোক ৩

যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা
জনেষু দেহম্ভরবার্তিকেষু ।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু
ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥ ৩ ॥

যে—যাঁরা; **বা**—অথবা; **ময়ি**—আমাকে; **ঈশে**—পরমেশ্বর ভগবান; **কৃত-সৌহৃদ-অর্থাঃ**—(দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য অথবা মাধুর্য রসের) ভগবৎ প্রেম লাভে অত্যন্ত আগ্রহী; **জনেষু**—মানুষদের; **দেহম্ভর-বার্তিকেষু**—যারা কেবল দেহটির ভরণ-পোষণেই আগ্রহী, আধ্যাত্মিক মুক্তিতে নয়; **গৃহেষু**—গৃহে; **জায়া**—পত্নী; **আত্ম-জ**—সন্তান; **রাতি**—ধনসম্পদ অথবা বন্ধুবান্ধব; **মৎসু**—যুক্ত; **ন**—না; **প্রীতি-যুক্তাঃ**—অত্যন্ত আসক্ত; **যাবৎ-অর্থাঃ**—যারা কেবল যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই সংগ্রহ করে জীবন যাপন করেন; **চ**—এবং; **লোকে**—জড় জগতে।

অনুবাদ

যাঁরা তাঁদের কৃষ্ণভাবনামৃত পুনর্জাগরিত করে তাঁদের ভগবৎ-প্রেম বিকশিত করতে চান, তাঁরা কৃষ্ণসম্বন্ধবিহীন কোন কিছু করতে চান না। যারা কেবল আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন চর্চা করে তাদের দেহটি পালন করতে ব্যস্ত, তাঁরা তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চান না। তাঁরা গৃহস্থ হলেও তাঁদের গৃহের প্রতি আসক্ত নন। এমনকি তাঁরা তাঁদের পত্নী, সন্তান, বন্ধুবান্ধব এবং ধন-সম্পদের প্রতিও আসক্ত নন। সেই সঙ্গে তাঁরা তাঁদের কর্তব্য কর্মেরও অবহেলা করেন না। এই প্রকার মানুষেরা কেবল তাঁদের দেহ ধারণ করার জন্য যতটুকু অর্থের প্রয়োজন কেবল ততটুকুই সংগ্রহ করেন।

তাৎপর্য

যিনি আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে আগ্রহী, তিনি নির্বিশেষবাদী হোন অথবা ভক্ত হোন, তাঁর পক্ষে তথাকথিত সভ্যতার উন্নতির মাধ্যমে দেহ ধারণে আগ্রহী ব্যক্তিদের সঙ্গ করা উচিত নয়। যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে আগ্রহী, তাঁদের পত্নী, পুত্র, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদির সাহচর্যে গৃহের সুখের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়। যদি কেউ গৃহস্থও হয় এবং তাকে জীবিকা উপার্জন করতে হয়, তাহলে কেবল দেহ ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু অর্থ সংগ্রহ করে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তার থেকে বেশি অথবা কম থাকা উচিত নয়। এখানে বলা হয়েছে যে, *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যম্ আত্মনিবেদনম্*—কেবল এই ভক্তিযোগ অনুশীলনের জন্য গৃহস্থদের অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করা উচিত। গৃহস্থের এমনভাবে জীবন যাপন করা উচিত, যাতে তিনি ভগবানের নাম শ্রবণ এবং ভগবানের মহিমা কীর্তনে পূর্ণ সুযোগ পান। তাঁর কর্তব্য গৃহে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা করা এবং মহোৎসব অনুষ্ঠান করে বন্ধুবান্ধবদের ডেকে তাদের ভগবৎ-প্রসাদ সেবা করানো। গৃহস্থের কর্তব্য এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কেবল অর্থ উপার্জন করা, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য নয়।

শ্লোক ৪

নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম
যদিন্দ্রিয়প্রীতয় আপৃণোতি ।
ন সাধু মন্যে যত আত্মনোঽয়-
মসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ ॥ ৪ ॥

নূনম্—নিশ্চিতরূপে; **প্রমত্তঃ**—উন্মত্ত; **কুরুতে**—করে; **বিকর্ম**—পাপকর্ম, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম; **যৎ**—যখন; **ইন্দ্রিয়-প্রীতয়ে**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য; **আপৃণোতি**—প্রবৃত্ত হয়; **ন**—না; **সাধু**—উপযুক্ত; **মন্যে**—আমি মনে করি; **যতঃ**—যার দ্বারা; **আত্মনঃ**—আত্মার; **অয়ম্**—এই; **অসন্**—ক্ষণস্থায়ী; **অপি**—সত্ত্বেও; **ক্লেশ-দঃ**—কষ্টদায়ক; **আস**—সম্ভব হয়; **দেহঃ**—দেহ।

অনুবাদ

জীব যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচনা করে, তখন সে অবশ্যই জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি উন্মত্তের মতো আসক্ত হয়ে নানা প্রকার পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়। সে জানে না যে তার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে সে একটি শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, যা অনিত্য এবং সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ। প্রকৃতপক্ষে জীবের জড় দেহ ধারণ করার কথা নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখের আকাঙ্ক্ষা করার ফলে, সে জড় দেহ লাভ করে। তাই আমি মনে করি যে, বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়, যার ফলে সে একটির পর একটি জড় শরীর প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে যেন-তেন প্রকারেণ অর্থ উপার্জন করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জীবন যাপন করার নিন্দা করা হয়েছে, কারণ এই প্রকার মনোভাবের ফলে মানুষ অন্ধকার নরকে পতিত হয়। চার প্রকার পাপকর্ম হচ্ছে অবৈধ যৌনসঙ্গ, মাংসাহার, আসবপান এবং দ্যূতক্রীড়া। তার ফলে দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ আর একটি জড় শরীর গ্রহণ করতে হয়। *বেদে* বলা হয়েছে—*অসঙ্গো হি অয়ং পুরুষঃ*। জীব প্রকৃতপক্ষে এই জড় জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, কিন্তু জড় ইন্দ্রিয়গুলি ভোগ করার প্রবণতার ফলে, তাকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলা উচিত। পুনরায় আর একটি জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ৫

পরাভবস্তাবদবোধজাতো
যাবন্ন জিজ্ঞাসত আত্মতত্ত্বম্ ।
যাবৎ ক্রিয়াস্তাবদিদং মনো বৈ
কর্মাত্মকং যেন শরীরবন্ধঃ ॥ ৫ ॥

পরাভবঃ—পরাস্ত, দুঃখকষ্ট; **তাবৎ**—তখন পর্যন্ত; **অবোধ-জাতঃ**—অজ্ঞানতা-জনিত; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **ন**—না; **জিজ্ঞাসতে**—জিজ্ঞাসা করে; **আত্ম-তত্ত্বম্**—আত্মতত্ত্ব; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **ক্রিয়াঃ**—সকাম কর্ম; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **ইদম্**—এই; **মনঃ**—মন; **বৈ**—বাস্তবিকপক্ষে; **কর্ম-আত্মকম্**—জড়-জাগতিক কার্যকলাপে মগ্ন থাকে; **যেন**—যার দ্বারা; **শরীর-বন্ধঃ**—এই জড় দেহের বন্ধন।

অনুবাদ

জীব যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে অভিলাষ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে জড়া প্রকৃতির প্রভাবে পরাস্ত হয়ে অবিদ্যাজনিত ক্লেশ ভোগ করে। পাপ অথবা পুণ্য উভয় প্রকার কর্মই কর্মফল উৎপন্ন করে। যে কোন প্রকার কর্মে রুচি থাকলেই মন কর্মাত্মক হয়, অর্থাৎ সকাম কর্মের বাসনায় আসক্ত হয়। মন যতক্ষণ কলুষিত থাকে, ততক্ষণ চেতনা আচ্ছাদিত থাকে এবং তার ফলে জীব সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং তাকে একের পর এক জড় দেহ ধারণ করতে হয়।

তাৎপর্য

সাধারণত মানুষ মনে করে যে, দুঃখকষ্ট ভোগ যাতে না করতে হয় সেই জন্য পুণ্যকর্মের আচরণ করা উচিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। পুণ্যকর্ম আচরণ এবং সৎচিন্তা করলেও দুঃখ-দুর্দশা ভোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মায়ার বন্ধন এবং সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। মনোধর্মী জ্ঞান এবং পুণ্যকর্ম জড় জগতের সমস্যার সমাধান করতে পারে না। জীবের কর্তব্য তার চিন্ময় স্বরূপের অনুসন্ধান করা। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৩৭) বলা হয়েছে—

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন ।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥

"জ্বলন্ত অগ্নি যেমন ইন্ধনকে ভস্মে পরিণত করে, হে অর্জুন, তেমনই জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্মের ফলকে ভস্মসাৎ করে।"

মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা এবং তার ক্রিয়া হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* বলা হয়েছে (১০/২/৩২)—*যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদ্ অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।* যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে অবগত নয়, সে যদি নিজেকে মুক্ত বলে অভিমানও করে, তবুও সে মুক্ত নয়। *আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুস্মদঙ্ঘ্রয়ঃ* —সেই ব্যক্তি নির্বিশেষ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হলেও, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবার মহিমা অবগত না হওয়ার ফলে, তাকে পুনরায় জড় জগতের বন্ধনে অধঃপতিত হতে হয়। মানুষ যতক্ষণ কর্ম এবং জ্ঞানের প্রতি আসক্ত থাকে, ততক্ষণ তাকে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির ক্লেশ ভোগ করতে হয়। কর্মীদের অবশ্যই এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে হয়। জ্ঞানীদের সর্বোচ্চ উপলব্ধির স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত, তাকে জড় জগতে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) বলা হয়েছে—*বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।* মূল কথা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেবকে সর্ব কারণের পরম কারণরূপে জেনে তাঁর শরণাগত হওয়া। কর্মীরা সেই কথা জানে না, কিন্তু যে ভগবদ্ভক্ত সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তিনি পূর্ণরূপে জানেন কর্ম কি এবং জ্ঞান কি; তাই সেই শুদ্ধ ভক্ত আর কর্ম এবং জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী হন না। *অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।* শুদ্ধ ভক্তিতে জ্ঞান এবং কর্মের লেশ মাত্রও থাকে না। তাই শুদ্ধ ভক্তের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সেবা করা।

শ্লোক ৬

এবং মনঃ কর্মবশং প্রযুঙ্ক্তে
অবিদ্যয়াত্মন্যুপধীয়মানে।
প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে
ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ ॥ ৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **মনঃ**—মন; **কর্ম-বশম্**—সকাম কর্মের বশীভূত; **প্রযুঙ্ক্তে**—কার্য করে; **অবিদ্যয়া**—অজ্ঞানের দ্বারা; **আত্মনি**—জীব যখন; **উপধীয়মানে**—আচ্ছাদিত; **প্রীতিঃ**—প্রেম; **ন**—না; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **ময়ি**—আমাকে; **বাসুদেবে**—বাসুদেব কৃষ্ণ; **ন**—না; **মুচ্যতে**—মুক্ত হয়; **দেহ-যোগেন**—জড় দেহের সংস্পর্শ থেকে; **তাবৎ**—ততক্ষণ।

অনুবাদ

জীব যতক্ষণ তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, ততক্ষণ সে আত্মা এবং পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে না। তার মন তখন সকাম কর্মে বশীভূত থাকে। তাই, আমার থেকে অভিন্ন বাসুদেবে যতক্ষণ না প্রীতির উদয় হয়, ততক্ষণ সে জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না।

তাৎপর্য

মন যখন সকাম কর্মের দ্বারা কলুষিত থাকে, তখন জীব এক জড় স্থিতি থেকে আর এক জড় স্থিতিতে উন্নীত হতে চায়। সাধারণত প্রতিটি মানুষই তার অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে। এমনকি বৈদিক প্রথা সম্বন্ধে অবগত হলেও, সে তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া, সেই কথা বুঝতে না পেরে স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়। সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করার ফলে, তাকে ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সে ভগবদ্ভক্ত সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যে না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ভগবান বাসুদেবের সেবায় যুক্ত হতে পারে না। বহু জন্ম-জন্মান্তরের জ্ঞানের ফলে বাসুদেবকে জানা যায়। *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/১৯) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*। বহু জন্ম-জন্মান্তরে দুঃখকষ্ট ভোগ করার পর, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করার প্রবৃত্তির উদয় হতে পারে। তা যখন হয়, তখন মানুষ প্রকৃত জ্ঞানবান হন এবং ভগবানের শরণাগত হন। জন্ম-মৃত্যুর চক্র রোধ করার এটিই একমাত্র উপায়। দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীল রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দান করার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ ॥

(*শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* মধ্য ১৯/১৫১)

শ্লোক ৭

যদা ন পশ্যত্যযথা গুণেহাং
স্বার্থে প্রমত্তঃ সহসা বিপশ্চিৎ।
গতস্মৃতির্বিন্দতি তত্র তাপা-
নাসাদ্য মৈথুন্যমগারমজ্ঞঃ ॥ ৭ ॥

যদা—যখন; **ন**—না; **পশ্যতি**—দেখে; **অযথা**—অনর্থক; **গুণ-ঈহাম্**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের প্রচেষ্টা; **স্ব-অর্থে**—স্বার্থে; **প্রমত্তঃ**—উন্মত্ত; **সহসা**—অকস্মাৎ; **বিপশ্চিৎ**—জ্ঞানবান হওয়া সত্ত্বেও; **গত-স্মৃতিঃ**—স্মৃতি হারিয়ে; **বিন্দতি**—প্রাপ্ত হয়; **তত্র**—সেখানে; **তাপান্**—ক্লেশ; **আসাদ্য**—লাভ করে; **মৈথুন্যম্**—মৈথুন সুখপ্রধান; **অগারম্**—গৃহ; **অজ্ঞঃ**—অজ্ঞানবশত।

অনুবাদ

জ্ঞানবান হওয়া সত্ত্বেও জীব যতক্ষণ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চেষ্টাকে অনর্থ বলে উপলব্ধি না করে, ততক্ষণ তার স্বরূপ বিস্মৃতির ফলে সে মৈথুন সুখপ্রধান গৃহের প্রতি আসক্ত থাকে, এবং নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। তার অবস্থা একটি মূর্খ পশুর থেকে কোন অংশে শ্রেয় নয়।

তাৎপর্য

কনিষ্ঠ ভক্ত অনন্য ভক্ত নয়। *অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্*—অনন্য ভক্ত হতে হলে, সব রকম জড় কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হতে হয় এবং জ্ঞান ও কর্মের আবরণ থেকে মুক্ত হতে হয়। ভগবদ্ভক্তির নিম্নতর স্তরে ভক্ত দার্শনিক জ্ঞানের প্রতি আগ্রহশীল হতে পারে। কিন্তু, সেই স্তরেও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা থাকে এবং মানুষ জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হয়। মায়ার প্রভাব এতই প্রবল যে, অত্যন্ত জ্ঞানবান ব্যক্তিও ভুলে যায় সে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস। তাই সে মৈথুনাসক্ত হয়ে গৃহস্থ-জীবনেই তৃপ্ত থাকে। মৈথুন সুখের বশীভূত হয়ে সে সব রকম জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করে। অজ্ঞানতাবশত সে জড়া প্রকৃতির নিয়মরূপ শৃঙ্খলের দ্বারা আবদ্ধ হয়।

শ্লোক ৮

পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতং
তয়োর্মিথো হৃদয়গ্রন্থিমাহুঃ ।
অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈ-
র্জনস্য মোহোঽয়মহং মমেতি ॥ ৮ ॥

পুংসঃ—পুরুষের; **স্ত্রিয়াঃ**—স্ত্রীর; **মিথুনী-ভাবম্**—মৈথুন আকর্ষণ; **এতম্**—এই; **তয়োঃ**—তাদের উভয়ের; **মিথঃ**—পরস্পরের; **হৃদয়-গ্রন্থিম্**—হৃদয়গ্রন্থি; **আহুঃ**—

বলা হয়; **অতঃ**—তারপর; **গৃহ**—গৃহের দ্বারা; **ক্ষেত্র**—ক্ষেত্র; **সুত**—সন্তান; **আপ্ত**—আত্মীয়স্বজন; **বিত্তৈঃ**—(এবং) সম্পদের দ্বারা; **জনস্য**—জীবের; **মোহঃ**—মোহ; **অয়ম্**—এই; **অহম্**—আমি; **মম**—আমার; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ জড়-জাগতিক জীবনের ভিত্তি। এই ভ্রান্ত আসক্তিই স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের হৃদয়গ্রন্থি-স্বরূপ এবং তার ফলেই জীবের দেহ, গৃহ, সম্পত্তি, সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও ধন-সম্পদাদিতে "আমি এবং আমার" বুদ্ধিরূপ মোহ উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

মৈথুন আকাঙ্ক্ষা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে, এবং তাদের যখন বিবাহ হয়, তখন সেই আকর্ষণ আরও দৃঢ় হয়। স্ত্রী এবং পুরুষের পরস্পরের প্রতি এই আকর্ষণের ফলে মোহের সৃষ্টি হয় এবং তখন জীব মনে করে, "এই পুরুষটি আমার পতি" অথবা "এই রমণীটি আমার পত্নী"। একে বলা হয় হৃদয়গ্রন্থি। বর্ণাশ্রমের ভিত্তিতেই হোক অথবা বিবাহ-বিচ্ছেদের ফলেই হোক, স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে গেলেও এই গ্রন্থিটি উন্মোচন করা অত্যন্ত কঠিন। প্রত্যেক অবস্থাতেই পুরুষ সর্বদাই স্ত্রীলোকের কথা চিন্তা করে, এবং স্ত্রীলোক সর্বদাই পুরুষের কথা চিন্তা করে। এইভাবে মানুষ পরিবার, সম্পত্তি এবং সন্তান-সন্ততির প্রতি আসক্ত হয়, যদিও সেগুলি সবই অনিত্য। মানুষ দুর্ভাগ্যবশত তার ধন-সম্পদ ইত্যাদির বন্ধনে আসক্ত হয়। এমনকি সন্ন্যাসী হওয়ার পরেও তারা মন্দির অথবা অন্যান্য সম্পত্তির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, তবে সেই আকর্ষণ পারিবারিক আকর্ষণের মতো দৃঢ় নয়। পারিবারিক আসক্তি হচ্ছে সব চাইতে প্রবল মোহ। *সত্য-সংহিতায়* বলা হয়েছে—

ব্রহ্মাদ্যা যাজ্ঞবল্ক্যাদ্যা মুচ্যন্তে স্ত্রীসহায়িনঃ ।
বোধ্যন্তে কেচনৈতেষাং বিশেষম্ চ বিদো বিদুঃ ॥

কখনও কখনও দেখা যায় যে, ব্রহ্মার মতো মহাপুরুষদের কাছে স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি বন্ধনের কারণ নয়। পক্ষান্তরে পত্নী আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সাধনে এবং মুক্তি লাভে সহায়তা করে। অধিকাংশ মানুষই দাম্পত্য সম্পর্কের গ্রন্থির দ্বারা আবদ্ধ, এবং তার ফলে তারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা ভুলে যায়।

শ্লোক ৯

যদা মনোহৃদয়গ্রন্থিরস্য
কর্মানুবদ্ধো দৃঢ় আশ্লথেত ।
তদা জনঃ সম্পরিবর্ততেঽস্মাদ্
মুক্তঃ পরং যাত্যতিহায় হেতুম্ ॥ ৯ ॥

যদা—যখন; **মনঃ**—মন; **হৃদয়-গ্রন্থিঃ**—হৃদয়গ্রন্থি; **অস্য**—এই ব্যক্তির; **কর্ম-অনুবদ্ধঃ**—পূর্বকৃত কর্মফলের বন্ধনের দ্বারা; **দৃঢ়ঃ**—অত্যন্ত প্রবল; **আশ্লথেত**—শিথিল হয়; **তদা**—তখন; **জনঃ**—বদ্ধ জীব; **সম্পরিবর্ততে**—বিমুখ হয়; **অস্মাৎ**—মৈথুন জীবনের আসক্তি থেকে; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **পরম্**—চিৎ-জগতে; **যাতি**—যায়; **অতিহায়**—পরিত্যাগ করে; **হেতুম্**—মূল কারণ।

অনুবাদ

যখন মানুষের কর্মফল-জনিত সুদৃঢ় হৃদয়গ্রন্থি শিথিল হয়, তখন সে গৃহ, কলত্র, সন্তান ইত্যাদির প্রতি অনাসক্ত হয়। এইভাবে সে তার সংসার বন্ধনের মূল কারণ "আমি ও আমার" রূপ অহঙ্কারাদি পরিত্যাগ করে বিমুক্ত হয় এবং পরম পদ প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

সাধু সঙ্গের ফলে এবং ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার ফলে, কেউ যখন প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে ধীরে ধীরে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হন, তখন তাঁর হৃদয়গ্রন্থি শিথিল হয়। এইভাবে বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে জীব ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার যোগ্যতা অর্জন করে।

শ্লোক ১০-১৩

হংসে গুরৌ ময়ি ভক্ত্যানুবৃত্যা
বিতৃষ্ণয়া দ্বন্দ্বতিতিক্ষয়া চ ।
সর্বত্র জন্তোর্ব্যসনাবগত্যা
জিজ্ঞাসয়া তপসেহানিবৃত্ত্যা ॥ ১০ ॥
মৎকর্মভির্মৎকথয়া চ নিত্যং
মদ্দেবসঙ্গাদ্ গুণকীর্তনান্মে ।

নির্বৈরসাম্যোপশমেন পুত্রা
জিহাসয়া দেহগেহাত্মবুদ্ধেঃ ॥ ১১ ॥
অধ্যাত্মযোগেন বিবিক্তসেবয়া
প্রাণেন্দ্রিয়াত্মাভিজয়েন সধ্র্যক্ ।
সচ্ছ্রদ্ধয়া ব্রহ্মচর্যেণ শশ্বদ্
অসম্প্রমাদেন যমেন বাচাম্ ॥ ১২ ॥
সর্বত্র মদ্ভাববিচক্ষণেন
জ্ঞানেন বিজ্ঞানবিরাজিতেন ।
যোগেন ধৃত্যুদ্যমসত্ত্বযুক্তো
লিঙ্গং ব্যপোহেৎকুশলোঽহমাখ্যম্ ॥ ১৩ ॥

হংসে—পরমহংস বা আধ্যাত্মিক স্তরে সব চাইতে উন্নত; **গুরৌ**—গুরুদেবে; **ময়ি**—পরমেশ্বর ভগবান আমাকে; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **অনুবৃত্যা**—অনুসরণ করে; **বিতৃষ্ণয়া**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি বিরক্তির দ্বারা; **দ্বন্দ্ব**—জড় জগতের দ্বৈত ভাবের; **তিতিক্ষয়া**—সহিষ্ণুতার দ্বারা; **চ**—ও; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **জন্তোঃ**—জীবের; **ব্যসন**—দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা; **অবগত্যা**—উপলব্ধি করে; **জিজ্ঞাসয়া**—তত্ত্ব জিজ্ঞাসার দ্বারা; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **ঈহা-নিবৃত্ত্যা**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করার দ্বারা; **মৎ-কর্মভিঃ**—আমার জন্য কর্ম করার দ্বারা; **মৎ-কথয়া**—আমার বিষয়ে শ্রবণ করার দ্বারা; **চ**—ও; **নিত্যম্**—সর্বদা; **মৎ-দেব-সঙ্গাৎ**—আমার ভক্তদের সঙ্গ করার দ্বারা; **গুণ-কীর্তনাৎ মে**—আমার দিব্য গুণাবলীর মহিমা কীর্তন করার দ্বারা; **নির্বৈর**—শত্রুতা রহিত; **সাম্য**—আত্মজ্ঞানের প্রভাবে সকলের প্রতি সমদর্শী হয়ে; **উপশমেন**—ক্রোধ, শোক ইত্যাদি উপশমের দ্বারা; **পুত্রাঃ**—হে পুত্রগণ; **জিহাসয়া**—পরিত্যাগ করার বাসনার দ্বারা; **দেহ**—দেহসহ; **গেহ**—গৃহসহ; **আত্ম-বুদ্ধেঃ**—স্বরূপ উপলব্ধি; **অধ্যাত্ম-যোগেন**—শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা; **বিবিক্ত-সেবয়া**—নির্জন স্থানে বাস করার দ্বারা; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **আত্ম**—মন; **অভিজয়েন**—সংযত করার দ্বারা; **সধ্র্যক্**—সম্পূর্ণরূপে; **সৎ-শ্রদ্ধয়া**—শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে; **ব্রহ্মচর্যেণ**—ব্রহ্মচর্যের দ্বারা; **শশ্বৎ**—সর্বদা; **অসম্প্রমাদেন**—মোহাচ্ছন্ন না হয়ে; **যমেন**—সংযমের দ্বারা; **বাচাম্**—বাণীর; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **মৎ-ভাব**—আমার কথা চিন্তা করে; **বিচক্ষণেন**—দর্শন দ্বারা; **জ্ঞানেন**—জ্ঞানের বিকাশের দ্বারা; **বিজ্ঞান**—জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা; **বিরাজিতেন**—উদ্ভাসিত; **যোগেন**—ভক্তিযোগের

অনুশীলনের দ্বারা; **ধৃতি**—ধৈর্য; **উদ্যম**—উৎসাহ; **সত্ত্ব**—বিবেক; **যুক্তঃ**—সমন্বিত হয়ে; **লিঙ্গম্**—জড় বন্ধনের কারণ; **ব্যপোহেৎ**—পরিত্যাগ করতে পারে; **কুশলঃ**—সর্বমঙ্গল সহকারে; **অহম্-আখ্যম্**—অহঙ্কার, জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের ভ্রান্ত পরিচিতি।

অনুবাদ

হে পুত্রগণ, আধ্যাত্মিক চেতনায় অতি উন্নত পরমহংসকে গুরুদেবরূপে বরণ করা উচিত। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তিপরায়ণ হও। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি বিরক্ত হয়ে সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ—এই দ্বন্দ্বভাব সহ্য কর। স্বর্গলোকে উন্নীত হলেও জীব যে দুঃখ-দুর্দশার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না, সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা কর। তত্ত্বানুসন্ধান কর। তারপর ভগবদ্ভক্তি লাভের জন্য সব রকম তপস্যা কর। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সমস্ত প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে ভগবানের সেবায় যুক্ত হও। ভগবানের কথা শ্রবণ কর, এবং সর্বদা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ কর। ভগবানের মহিমা কীর্তন কর এবং চিন্ময় স্তরে সকলকে সমদৃষ্টিতে দর্শন কর। শত্রুতা বর্জন কর, এবং ক্রোধ ও শোক দমন কর। দেহ, গেহ ইত্যাদিতে মমত্ববুদ্ধি পরিত্যাগ করে শাস্ত্র অধ্যয়ন কর। নির্জন স্থানে বাস কর এবং প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সর্বতোভাবে সংযত করার অভ্যাস কর। শাস্ত্রের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাপরায়ণ হও এবং সর্বদা ব্রহ্মচর্য পালন কর। অনর্থক বাক্যালাপ বর্জন করে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন কর। সর্বদা ভগবানের কথা চিন্তা কর এবং উপযুক্ত পাত্র থেকে জ্ঞান অর্জন কর। এইভাবে ভক্তিযোগ সাধন করে ধৈর্য, যত্ন ও বিবেক যুক্ত হলে, তোমরা অহঙ্কার থেকে মুক্ত হতে পারবে।

তাৎপর্য

এই চারটি শ্লোকে ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের বলেছেন, কিভাবে অহঙ্কার এবং ভববন্ধন থেকে উৎপন্ন হয় যে স্বরূপ বিভ্রম তা থেকে তাঁরা মুক্ত হতে পারেন। উপরোক্ত বিধি অনুশীলনের ফলে, মানুষ ধীরে ধীরে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। এই সমস্ত বিধি অনুশীলনের ফলে, জড় দেহের বন্ধন থেকে (*লিঙ্গং ব্যপোহেৎ*) মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্বরূপ লাভ করা যায়। প্রথমে গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। সেই সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* বলেছেন—*শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ঃ*। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে, শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হতে হয়। *তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুম্ এবাভিগচ্ছেৎ*। শ্রীগুরুদেবের কাছে তত্ত্ব অনুসন্ধান করে এবং তাঁর সেবা করে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভ করা

যায়। কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন স্বভাবতই আহার, নিদ্রা, সাজসজ্জাদি ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁর আসক্তি হ্রাস পায়। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে আধ্যাত্মিক স্তরে স্থিত থাকা যায়। *মদ্দেবসঙ্গাৎ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। তথাকথিত বহু ধর্ম রয়েছে যাতে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা হয়, কিন্তু এখানে *সৎসঙ্গ* বলতে শ্রীকৃষ্ণই যাঁর আরাধ্য শ্রীবিগ্রহ কেবল তাঁরই সঙ্গ বোঝানো হয়েছে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *দ্বন্দ্ব-তিতিক্ষা*। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত জড় জগতে থাকে, ততক্ষণ তাকে জড় দেহের সুখ এবং দুঃখ ভোগ করতেই হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* বলেছেন—*তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত*। এই জড় জগতের অনিত্য সুখ এবং দুঃখকে কিভাবে সহ্য করতে হয়, সেই শিক্ষা লাভ করা প্রয়োজন। পরিবারের প্রতি অনাসক্ত হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করা অবশ্য কর্তব্য। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ধর্মপত্নীর সঙ্গে সঙ্গ করা হলেও তা ব্রহ্মচর্য, কিন্তু অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ধর্মবিরুদ্ধ এবং তার ফলে পারমার্থিক উন্নতি ব্যাহত হয়। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *বিজ্ঞান-বিরাজিত*। সবকিছুই অত্যন্ত বিজ্ঞান-সম্মতভাবে এবং সচেতনভাবে করা উচিত। মানুষকে আত্ম-তত্ত্ববত্তা হওয়া উচিত। এইভাবে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্রীমধ্বাচার্য বলেছেন, এই চারটি শ্লোকের মূল কথা হচ্ছে যে, ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য বাসনাযুক্ত কর্ম থেকে বিরত হয়ে, সর্বদা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। অর্থাৎ, ভক্তিযোগ হচ্ছে মুক্তির পথ। শ্রীল মধ্বাচার্য *অধ্যাত্ম* থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

আত্মনোঽবিহিতং কর্ম বর্জয়িত্বান্যকর্মণঃ ।
কামস্য চ পরিত্যাগো নিরীহেত্যাহুরুত্তমাঃ ॥

আত্মার কল্যাণের জন্যই কার্য করা উচিত, এবং অন্য সমস্ত কার্যকলাপ পরিত্যাগ করা উচিত। কেউ যখন এই স্থিতি লাভ করেন, তখন তিনি বাসনা রহিত হন। প্রকৃতপক্ষে, জীব সর্বতোভাবে বাসনামুক্ত হতে পারে না, কিন্তু তিনি যখন কেবল আত্মার মঙ্গলের বাসনা করেন, তখন তাঁকে বাসনারহিত বলা যায়।

আধ্যাত্মিক জ্ঞান হচ্ছে *জ্ঞানবিজ্ঞানসমন্বিতম্*। কেউ যখন পূর্ণরূপে জ্ঞান এবং বিজ্ঞান সমন্বিত হন, তখন তিনি পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। *জ্ঞান* শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে পরম পুরুষ বলে জানা। *বিজ্ঞান* শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যে কার্যকলাপ অজ্ঞান এবং সংসার বন্ধন থেকে জীবকে মুক্ত করে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৯/৩১) উল্লেখ করা হয়েছে—*জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্ বিজ্ঞানসমন্বিতম্*। ভগবানের জ্ঞান পরম গুহ্য, এবং যেই পরম জ্ঞানের দ্বারা তাঁকে জানা যায়, তা

সমস্ত জীবের মুক্তির পথ সুগম করে। *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/৯) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যে ব্যক্তি তত্ত্বতভাবে জানে যে, আমার জন্ম এবং কর্ম দিব্য, সে তার দেহ ত্যাগ করার পর, আর এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করে না, পক্ষান্তরে সে আমার নিত্যধাম প্রাপ্ত হয়।"

শ্লোক ১৪

কর্মাশয়ং হৃদয়গ্রন্থিবন্ধ-
মবিদ্যয়াসাদিতমপ্রমত্তঃ ।
অনেন যোগেন যথোপদেশং
সম্যগ্ব্যপোহ্যোপরমেত যোগাৎ ॥ ১৪ ॥

কর্ম-আশয়ম্—সকাম কর্মের বাসনা; **হৃদয়-গ্রন্থি**—হৃদয়গ্রন্থি; **বন্ধম্**—বন্ধন; **অবিদ্যয়া**—অবিদ্যার ফলে; **আসাদিতম্**—প্রাপ্ত; **অপ্রমত্তঃ**—যে মোহাচ্ছন্ন নয়, অত্যন্ত সাবধান; **অনেন**—এর দ্বারা; **যোগেন**—যোগ অভ্যাসের দ্বারা; **যথা-উপদেশম্**—যেভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে; **সম্যক্**—সম্পূর্ণরূপে; **ব্যপোহ্য**—মুক্ত হয়ে; **উপরমেত**—বিরত হওয়া উচিত; **যোগাৎ**—মুক্তি লাভের উপায়-স্বরূপ যোগ অভ্যাস থেকে।

অনুবাদ

হে পুত্রগণ, আমি তোমাদের যে উপদেশ দিলাম, অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে সেই উপদেশ অনুসারে আচরণ কর। তার ফলে তোমরা সকাম কর্মের বাসনারূপ অবিদ্যা থেকে মুক্ত হবে এবং হৃদয়গ্রন্থি সম্যক্‌রূপে ছিন্ন হবে। তারপর অধিক উন্নতি সাধনের জন্য তোমাদের এই মুক্তির উপায়ও ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ, মুক্তির উপায়ের প্রতিও তোমরা আসক্ত হয়ো না।

তাৎপর্য

মুক্তির উপায় হচ্ছে *ব্রহ্মজিজ্ঞাসা,* অর্থাৎ পরমতত্ত্বের অন্বেষণ। সাধারণত *ব্রহ্মজিজ্ঞাসাকে* বলা হয় *নেতি নেতি,* অর্থাৎ যেই পন্থার দ্বারা জাগতিক বস্তুর

বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরমতত্ত্বের অন্বেষণ করা হয়। চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই পন্থা বলবৎ থাকে। চিন্ময় স্তরকে বলা হয় *ব্রহ্মভূত স্তর*, বা আত্ম-উপলব্ধির স্তর। *ভগবদ্গীতার* (১৮/৫৪) বর্ণনা অনুসারে—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"এইভাবে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হলে, তৎক্ষণাৎ পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে সম্যক্‌রূপে প্রসন্ন হওয়া যায়। তখন আর কোন শোক থাকে না অথবা আকাঙ্ক্ষাও থাকে না; তার ফলে সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া যায়। সেই স্তরে আমার প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ হয়।"

চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে পরাভক্তি লাভ করা। তা লাভ করতে হলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন, কিন্তু কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন আর জ্ঞানের অন্বেষণ করতে হয় না। অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার স্থিতি হচ্ছে মুক্ত অবস্থা।

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

(*ভগবদ্গীতা* ১৪/২৬)

অবিচলিতভাবে ভগবানের সেবা করাই হচ্ছে *ব্রহ্মভূত* অবস্থা। এই শ্লোকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ হচ্ছে *অনেন যোগেন যথোপদেশম্*। শ্রীগুরুদেবের উপদেশ অচিরেই পালন করা অবশ্য কর্তব্য। শ্রীগুরুদেবের আদেশ কখনও লঙ্ঘন করা উচিত নয়। কেবল গ্রন্থ পাঠ করেই হবে না, সেই সঙ্গে শ্রীগুরুদেবের আদেশ (*যথোপদেশম্*) পালন করা উচিত। দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করার জন্যই কেবল যোগ অভ্যাস করার প্রয়োজন। কিন্তু কেউ যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন আর যোগ অভ্যাস করার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ, যোগ অনুশীলন ত্যাগ করা যেতে পারে কিন্তু ভগবদ্ভক্তি কখনও ত্যাগ করা যায় না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৭/১০) বলা হয়েছে—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥

মুক্ত পুরুষেরাও (*আত্মারাম*) সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। আত্ম-উপলব্ধির পর যোগ অভ্যাস পরিত্যাগ করা যেতে পারে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই

ভগবদ্ভক্তি ত্যাগ করা যায় না। আত্ম-উপলব্ধির জন্য সমস্ত কার্যকলাপ, এমনকি যোগ এবং জ্ঞানও পরিত্যাগ করা যেতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান সর্বদাই করণীয়।

শ্লোক ১৫

পুত্রাংশ্চ শিষ্যাংশ্চ নৃপো গুরুর্বা
মল্লোককামো মদনুগ্রহার্থঃ ।
ইত্থং বিমন্যুরনুশিষ্যাদতজ্জ্ঞান্
ন যোজয়েৎ কর্মসু কর্মমূঢ়ান্ ।
কং যোজয়ন্মনুজোঽর্থং লভেত
নিপাতয়ন্নষ্টদৃশং হি গর্তে ॥ ১৫ ॥

পুত্রান্—পুত্রগণ; **চ**—এবং; **শিষ্যান্**—শিষ্যগণ; **চ**—এবং; **নৃপঃ**—রাজা; **গুরুঃ**—শ্রীগুরুদেব; **বা**—অথবা; **মৎ-লোক-কামঃ**—আমার ধামে উন্নীত হওয়ার বাসনায়; **মৎ-অনুগ্রহ-অর্থঃ**—আমার কৃপা লাভ করাই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করে; **ইত্থম্**—এইভাবে; **বিমন্যুঃ**—ক্রোধমুক্ত; **অনুশিষ্যাৎ**—শিক্ষা দেওয়া উচিত; **অ-তৎ-জ্ঞান্**—অতত্ত্বজ্ঞ; **ন**—না; **যোজয়েৎ**—যুক্ত হওয়া উচিত; **কর্মসু**—সকাম কর্মে; **কর্ম-মূঢ়ান্**—কেবল পাপ অথবা পুণ্য কর্মে রত; **কম্**—কি; **যোজয়ন্**—যুক্ত হয়ে; **মনু-জঃ**—মানুষ; **অর্থম্**—লাভ; **লভেত**—প্রাপ্ত হতে পারে; **নিপাতয়ন্**—পতিত হয়ে; **নষ্ট-দৃশম্**—আধ্যাত্মিক দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত; **হি**—বাস্তবিকপক্ষে; **গর্তে**—অন্ধকূপে।

অনুবাদ

কেউ যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তাহলে ভগবানের কৃপা লাভই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে তাঁকে মনে করতে হবে। পিতা পুত্রদের, গুরু শিষ্যদের এবং রাজা প্রজাদের এই প্রকার শিক্ষাই দান করবেন। শিষ্য, পুত্র অথবা প্রজা যদি সেই আদেশ অনুসরণ করতে কখনও কখনও অক্ষমও হয়, তাহলেও ক্রুদ্ধ না হয়ে তাদের উপদেশ দান করতে থাকা উচিত। যে সমস্ত মূঢ় ব্যক্তি পাপ এবং পুণ্য কর্মে যুক্ত, তাদের কর্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। সর্বদাই সকাম কর্ম পরিত্যাগ করা কর্তব্য। মোহান্ধ শিষ্য, পুত্র ও প্রজাদের যদি সকাম কর্মে নিযুক্ত করে সংসার-কূপে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে তারা কি পুরুষার্থ লাভ করবে? তা অন্ধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অন্ধকূপে পতিত হওয়ার মতো।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৩/২৬) বলা হয়েছে—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্ ।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥

"জ্ঞানবান ব্যক্তির পক্ষে সকাম কর্মে আসক্ত অজ্ঞানী ব্যক্তির মনকে বিচলিত করা উচিত নয়। তাদের কর্ম থেকে বিরত না হয়ে, ভগবদ্ভক্তিমূলক কর্মে নিযুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করা উচিত।"

শ্লোক ১৬

লোকঃ স্বয়ং শ্রেয়সি নষ্টদৃষ্টি-
র্যোঽর্থান্ সমীহেত নিকামকামঃ ।
অন্যোন্যবৈরঃ সুখলেশহেতো-
রনন্তদুঃখং চ ন বেদ মূঢ়ঃ ॥ ১৬ ॥

লোকঃ—ব্যক্তি; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **শ্রেয়সি**—মঙ্গল লাভের পন্থা; **নষ্ট-দৃষ্টিঃ**—অন্ধ; **যঃ**—যারা; **অর্থান্**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের বস্তুসমূহ; **সমীহেত**—আকাঙ্ক্ষা করে; **নিকাম-কামঃ**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের বহু বাসনাযুক্ত; **অন্যোন্য-বৈরঃ**—পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে; **সুখ-লেশ-হেতোঃ**—কেবল অনিত্য জড় সুখের জন্য; **অনন্ত-দুঃখম্**—অন্তহীন ক্লেশ; **চ**—ও; **ন**—করে না; **বেদ**—জানা; **মূঢ়ঃ**—মূর্খ।

অনুবাদ

অজ্ঞানতাবশত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা তাদের মঙ্গল লাভের উপায় অবগত নয়। তারা নিতান্ত কামাসক্ত হয়ে ভোগ্য বিষয়সমূহের জন্যই সর্বদা অভিলাষ করে। সেই সমস্ত মূঢ় ব্যক্তিরা অনিত্য ইন্দ্রিয়সুখের জন্য পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয় এবং তার ফলে অন্তহীন দুঃখকষ্ট ভোগ করে। কিন্তু তারা এতই মূর্খ যে, সেই কথা তারা বুঝতে পারে না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *নষ্টদৃষ্টিঃ* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে, 'যারা ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারে না'। এক দেহ থেকে আর এক দেহে জীব দেহান্তরিত হয়,

এবং এই জীবনের কার্যকলাপ অনুসারে পরবর্তী জীবনে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ হয়। যারা নির্বোধ, যাদের ভবিষ্যৎ দর্শন করার ক্ষমতা নেই, তারাই কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টি করে লড়াই করে। তার ফলে সে তার পরবর্তী জীবনে দুঃখকষ্ট ভোগ করে, কিন্তু অন্ধ হওয়ার দরুন সে এইভাবেই কর্ম করতে থাকে এবং তার ফলে অন্তহীন দুঃখকষ্ট ভোগ করে। এই প্রকার ব্যক্তিকে বলা হয় মূঢ় অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তি যে জীবনের চরম লক্ষ্য সেই কথা না জেনে, যে কেবল তার সময়ের অপচয় করে। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৫) বর্ণনা করা হয়েছে—

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥

"আমি মূর্খদের কাছে কখনও প্রকাশিত হই না। তাদের কাছে আমি সর্বদা যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকি, এবং এইভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে তারা অজ এবং অব্যয় আমাকে জানতে পারে না।"

কঠোপনিষদে বলা হয়েছে—*অবিদ্যায়াম্ অন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ* । অজ্ঞান মানুষেরা নেতৃত্ব লাভের আশায় অন্য অন্ধ ব্যক্তিদের কাছে যায়, কিন্তু তার ফলে উভয়েই দুঃখভোগ করে। এক অন্ধ আর এক অন্ধকে অন্ধকূপে নিয়ে ফেলে।

শ্লোক ১৭

কস্তং স্বয়ং তদভিজ্ঞো বিপশ্চিদ্
অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানম্ ।
দৃষ্ট্বা পুনস্তং সঘৃণঃ কুবুদ্ধিং
প্রয়োজয়েদুৎপথগং যথান্ধম্ ॥ ১৭ ॥

কঃ—কে; **তম্**—তাকে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **তৎ-অভিজ্ঞঃ**—তত্ত্বজ্ঞ; **বিপশ্চিৎ**—বিদ্বান; **অবিদ্যায়াম্ অন্তরে**—অজ্ঞানবশত; **বর্তমানম্**—বিরাজমান থেকে; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **পুনঃ**—পুনরায়; **তম্**—তাকে; **স-ঘৃণঃ**—অত্যন্ত কৃপাময়; **কু-বুদ্ধিম্**—সংসার মার্গে লিপ্ত; **প্রয়োজয়েৎ**—প্রবৃত্ত হয়; **উৎপথ-গম্**—বিপথগামী; **যথা**—যেমন; **অন্ধম্**—অন্ধ।

অনুবাদ

কেউ যদি অজ্ঞানী হয় এবং সংসার মার্গে আসক্ত হয়, তাহলে যথার্থ জ্ঞানবান, কৃপালু এবং পারমার্থিক মার্গে উন্নত কোনও ব্যক্তি কিভাবে তাকে সকাম কর্মে প্রবৃত্ত করে জড় জগতের বন্ধনে আরও বেশি করে আবদ্ধ করতে পারেন? কোন অন্ধ ব্যক্তি যদি বিপথে গমন করে, তাহলে কি কোন সজ্জন ব্যক্তি তাকে সেই বিপদের দিকে অগ্রসর হতে দিতে পারেন? কোন জ্ঞানবান অথবা দয়ালু ব্যক্তি কখনও তা হতে দেন না।

শ্লোক ১৮

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ ।
দৈবং ন তৎস্যান্ন পতিশ্চ স স্যা-
ন্ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥ ১৮ ॥

গুরুঃ—গুরুদেব; **ন**—না; **সঃ**—তিনি; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **স্ব-জনঃ**—আত্মীয়; **ন**—না; **সঃ**—তাঁর; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **পিতা**—পিতা; **ন**—না; **সঃ**—তিনি; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **জননী**—মাতা; **ন**—না; **সা**—তিনি; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **দৈবম্**—আরাধ্য দেবতা; **ন**—না; **তৎ**—তা; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **ন**—না; **পতিঃ**—পতি; **চ**—ও; **সঃ**—তিনি; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **ন**—না; **মোচয়েৎ**—উদ্ধার করতে পারেন; **যঃ**—যিনি; **সমুপেত-মৃত্যুম্**—সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার মার্গ থেকে।

অনুবাদ

যিনি তাঁর আশ্রিত জনকে সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার মার্গ থেকে উদ্ধার করতে না পারেন, তাঁর গুরু, পিতা, পতি, জননী অথবা পূজ্য দেবতা হওয়া উচিত নয়।

তাৎপর্য

বহু গুরু রয়েছেন, কিন্তু ঋষভদেব উপদেশ দিয়েছেন যে, কেউ যদি তাঁর শিষ্যকে জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে উদ্ধার করতে না পারেন, তাহলে তাঁর গুরু হওয়া উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত না হলে, সংসার আবর্ত থেকে নিজেকে উদ্ধার করা যায় না। *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন* । ভগবদ্ধামে ফিরে

গেলেই কেবল জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। কিন্তু তত্ত্বত ভগবানকে না জানলে, ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায় কি করে? *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।*

ঋষভদেবের এই উপদেশের বহু দৃষ্টান্ত আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই। সংসার আবর্ত থেকে উদ্ধার করতে পারেননি বলে, বলি মহারাজ তাঁর গুরু শুক্রাচার্যকে ত্যাগ করেছিলেন। শুক্রাচার্য শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন না। তিনি অল্পবিস্তর সকাম কর্মে প্রবৃত্ত ছিলেন এবং বলি মহারাজ যখন ভগবান বিষ্ণুকে তাঁর সর্বস্ব দান করার প্রতিজ্ঞা করেন, তখন শুক্রাচার্য তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে সর্বস্ব নিবেদন করাই কর্তব্য, কারণ সবকিছুই ভগবানের। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৭) ভগবান উপদেশ দিয়েছেন—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

"হে কৌন্তেয়, তুমি যা কিছু কর, যা কিছু খাও, যা কিছু যজ্ঞে নিবেদন কর, যা কিছু দান কর এবং যে সমস্ত তপস্যার অনুষ্ঠান কর, তা সবই আমাকে অর্পণ কর।" এটিই হচ্ছে ভক্তি। ভগবদ্ভক্ত না হলে সবকিছু ভগবানকে নিবেদন করা যায় না। যিনি তা পারেন না, তাঁর পক্ষে গুরু, পিতা, পতি, মাতা হওয়া উচিত নয়। তাই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের পত্নীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের ত্যাগ করেছিলেন। সংসারচক্র রূপ আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার করতে না পারার ফলে, পত্নীর পতিকে ত্যাগ করার এটিই হচ্ছে একটি দৃষ্টান্ত। তেমনই, প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতাকে ত্যাগ করেছিলেন, এবং ভরত তাঁর জননীকে ত্যাগ করেছিলেন (*জননী ন সা স্যাৎ*)। *দৈবম্* শব্দটি দেবতা অথবা আশ্রিতদের পূজা যাঁরা গ্রহণ করেন, তাঁদের বোঝান হয়েছে। সাধারণত গুরুদেব, পতি, পিতা, মাতা এবং গুরুবর্গীয় আত্মীয়-স্বজনেরা কনিষ্ঠদের পূজা গ্রহণ করেন, কিন্তু এখানে ঋষভদেব তা নিষেধ করেছেন। প্রথমে পিতা, গুরু অথবা পতিকে অবশ্যই আশ্রিতদের জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হতে হবে। তা যদি তাঁরা না পারেন, তাহলে তাঁদের অবৈধ কর্মের জন্য তাঁদের কলঙ্কের সমুদ্রে নিমজ্জিত হতে হবে। গুরু যেভাবে শিষ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন অথবা পিতা যেমন তাঁর পুত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, ঠিক সেইভাবে সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তাঁর আশ্রিতদের দায়িত্বভার গ্রহণ করা। জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে আশ্রিতদের উদ্ধার করতে না পারলে, এই দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করা যায় না।

শ্লোক ১৯

ইদং শরীরং মম দুর্বিভাব্যং
সত্ত্বং হি মে হৃদয়ং যত্র ধর্মঃ ।
পৃষ্ঠে কৃতো মে যদধর্ম আরাদ্
অতো হি মামৃষভং প্রাহুরার্যাঃ ॥ ১৯ ॥

ইদম্—এই; **শরীরম্**—দিব্য দেহ, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ; **মম**—আমার; **দুর্বিভাব্যম্**—অচিন্তনীয়; **সত্ত্বম্**—জড়া প্রকৃতির গুণরহিত; **হি**—বাস্তবিকপক্ষে; **মে**—আমার; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **যত্র**—যেখানে; **ধর্মঃ**—প্রকৃত ধর্ম, ভক্তিযোগ; **পৃষ্ঠে**—পিছনে; **কৃতঃ**—তৈরি করে; **মে**—আমার দ্বারা; **যৎ**—যেহেতু; **অধর্মঃ**—অধর্ম; **আরাৎ**—বহু দূরে; **অতঃ**—অতএব; **হি**—বাস্তবিকপক্ষে; **মাম্**—আমাকে; **ঋষভম্**—শ্রেষ্ঠ পুরুষ; **প্রাহুঃ**—ডাকে; **আর্যাঃ**—পারমার্থিক জীবনে যাঁরা উন্নত অথবা শ্রদ্ধেয় গুরুজন।

অনুবাদ

আমার চিন্ময় দেহ (সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ) ঠিক একটি মানুষের মতো, কিন্তু তা মনুষ্য-শরীর নয়। এই তত্ত্ব অচিন্তনীয়। আমি জড়া প্রকৃতির দ্বারা বাধ্য হয়ে কোন বিশেষ প্রকার শরীর ধারণ করি না; আমি স্বেচ্ছায় এই শরীর গ্রহণ করি। আমার হৃদয় শুদ্ধ সত্ত্বময়, এবং আমি সর্বদা আমার ভক্তদের কল্যাণের কথা চিন্তা করি। তাই প্রকৃত ধর্ম যে ভক্তির পন্থা তা আমার হৃদয়ে রয়েছে, এবং তা আমার ভক্তদের জন্য। অধর্মকে আমি আমার হৃদয় থেকে বহু দূরে পরিত্যাগ করেছি। যারা অধার্মিক বা অভক্ত, তাদের প্রতি আমার কোন অনুরাগ নেই। আমার এই সমস্ত দিব্য গুণাবলীর জন্য আর্যগণ আমাকে ঋষভদেব, অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বা ভগবান বলে সম্বোধন করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ইদম্ শরীরং মম দুর্বিভাব্যম্* পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সাধারণত দুই প্রকার শক্তি অনুভব করি—জড়া শক্তি এবং চিৎশক্তি। জড়া শক্তি (মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার) সম্বন্ধে আমাদের কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে, কারণ এই জড় জগতে সকলেরই শরীর এই উপাদানগুলি দিয়ে গঠিত। এই জড় শরীরে আত্মা রয়েছে, কিন্তু আমাদের জড় চক্ষুর দ্বারা তা আমরা

দেখতে পাই না। কিন্তু যখন আমরা চিৎশক্তিতে পূর্ণ একটি শরীর দর্শন করি, তখন আমরা বুঝে উঠতে পারি না কি করে চিৎশক্তির একটি শরীর থাকতে পারে। এখানে বলা হয়েছে যে, ভগবান ঋষভদেবের শরীর সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়; তাই তা জড় বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। জড় বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় শরীরের ধারণা অচিন্তনীয়। আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার দ্বারা যখন আমরা কোন বিষয় বুঝতে পারি না, তখন সেই সম্বন্ধে বেদের বাণী আমাদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে—*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*। ভগবানেরও রূপসমন্বিত শরীর রয়েছে, কিন্তু সেই শরীর জড় উপাদানের দ্বারা গঠিত নয়। তা সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়। ভগবান তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা তাঁর চিন্ময় স্বরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হতে পারেন, কিন্তু যেহেতু চিন্ময় শরীর সম্বন্ধে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই, তাই আমরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে ভগবানের রূপকে জড় বলে দর্শন করি। মায়াবাদীরা চিন্ময় শরীরের কোন ধারণাই করতে পারে না। তারা বলে যে চিৎবস্তু নিরাকার, এবং যখন তারা কোন আকার দর্শন করে, তখন তারা মনে করে যে তা জড়। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১১) বলা হয়েছে—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

"আমি যখন নররূপ নিয়ে অবতরণ করি, তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার পরম ভাব এবং পরম ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে জানে না।"

নির্বোধ মানুষেরা মনে করে যে, ভগবান জড়া শক্তির দ্বারা গঠিত দেহ ধারণ করেন। জড় শরীর যে কি বস্তু তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি, কিন্তু চিন্ময় শরীর সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই। তাই ঋষভদেব বলেছেন—*ইদং শরীরং মম দুর্বিভাব্যম্*। চিৎ-জগতে সকলেরই চিন্ময় শরীর রয়েছে। সেখানে জড় অস্তিত্বের কোন ধারণা নেই। চিৎ-জগতে কেবল সেবা সম্পাদন এবং সেবা গ্রহণ হয়। সেখানে কেবল সেব্য, সেবা এবং সেবক রয়েছেন। এই তিনটি সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়, এবং তাই চিৎ-জগৎকে বলা হয় পরম। সেখানে জড় কলুষের লেশমাত্রও নেই। সম্পূর্ণরূপে জড়াতীত হওয়ার ফলে, ভগবান ঋষভদেব বলেছেন যে, তাঁর হৃদয় ধর্মের দ্বারা বিরচিত। ধর্মের বিশ্লেষণ করে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) বলা হয়েছে—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। চিৎ-জগতে প্রতিটি জীবই ভগবানের শরণাগত এবং সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত। যদিও সেখানে

সেবক, সেব্য এবং সেবা রয়েছে, তা সবই চিন্ময় এবং বৈচিত্র্যময়। আমাদের জড় ধারণার ফলে, আমাদের পক্ষে এখন সবকিছুই *দুর্বিভাব্য* অর্থাৎ অচিন্ত্য। ভগবান সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার ফলে, তাঁকে বলা হয় ঋষভ। বেদের ভাষায়, *নিত্যো নিত্যানাম্*। আমরাও চিন্ময়, কিন্তু আমরা অধীন তত্ত্ব। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পুরুষোত্তম। ঋষভ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'প্রমুখ' অথবা 'পরম' এবং তা পরমেশ্বর ভগবানকেই বোঝায়।

শ্লোক ২০

তস্মাদ্ভবন্তো হৃদয়েন জাতাঃ
সর্বে মহীয়াংসমমুং সনাভম্ ।
অক্লিষ্টবুদ্ধ্যা ভরতং ভজধ্বং
শুশ্রূষণং তদ্ভরণং প্রজানাম্ ॥ ২০ ॥

তস্মাৎ—অতএব (যেহেতু আমি পরমেশ্বর ভগবান); **ভবন্তঃ**—তোমরা; **হৃদয়েন**—হৃদয় থেকে; **জাতাঃ**—জন্মগ্রহণ করেছ; **সর্বে**—সকলে; **মহীয়াংসম্**—শ্রেষ্ঠ; **অমুম্**—তা; **স-নাভম্**—ভ্রাতা; **অক্লিষ্ট-বুদ্ধ্যা**—জড় কলুষবিহীন তোমাদের বুদ্ধির দ্বারা; **ভরতম্**—ভরত; **ভজধ্বম্**—সেবা কর; **শুশ্রূষণম্**—সেবা; **তৎ**—তা; **ভরণম্ প্রজানাম্**—প্রজাদের পালন করে।

অনুবাদ

হে পুত্রগণ, সমস্ত চিন্ময় গুণের আধার আমার হৃদয় থেকে তোমরা জন্মগ্রহণ করেছ। তাই তোমাদের মাৎসর্য পরায়ণ বিষয়ীদের মতো হওয়া উচিত নয়। তোমরা তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভক্তশ্রেষ্ঠ ভরতের আনুগত্যে থেকো। তোমরা যদি ভরতের সেবায় যুক্ত হও, তাহলে তার ফলে আমারও সেবা হবে এবং তোমাদের প্রজাপালনাদি কর্তব্যসমূহও সাবলীলভাবে সম্পাদিত হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *হৃদয়* শব্দটির অর্থ হচ্ছে বক্ষঃস্থল। *হৃদয়* শব্দে উরঃ-কেও বলা হয়। হৃদয় বক্ষের অভ্যন্তরে অবস্থিত, এবং সন্তান যদিও উপস্থের দ্বারা উৎপন্ন হয়, তবুও প্রকৃতপক্ষে তার জন্ম হয় হৃদয় থেকে। হৃদয়ের অবস্থা অনুসারে বীর্য শরীরের রূপ ধারণ করে। তাই বৈদিক প্রথায়, সন্তান প্রজননের সময় গর্ভাধান

সংস্কারের দ্বারা হৃদয় পবিত্র করা হয়। ঋষভদেবের হৃদয় সর্বদাই নিষ্কলুষ এবং চিন্ময় ছিল। তার ফলে তাঁর হৃদয় থেকে জাত তাঁর সব কয়টি পুত্রই আধ্যাত্মিক প্রবণতা-সম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঋষভদেব তাঁদের বলেছিলেন যে, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনি তাঁদের তাঁর সেবা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। ভরত মহারাজের সব কয়টি ভ্রাতাকেই ঋষভদেব উপদেশ দিয়েছিলেন ভরতের সেবায় যুক্ত থাকতে। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, পরিবারের সদস্যদের প্রতি এইভাবে আসক্ত হওয়ার উপদেশ তিনি কেন দিলেন, কারণ পূর্বে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, গৃহ এবং পরিবারের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু, *মহীয়সাম্ পাদরজোঽভিষেক* অর্থাৎ মহীয়ান বা পারমার্থিক মার্গে অত্যন্ত উন্নত মহাত্মার সেবা করার উপদেশও দেওয়া হয়েছে। *মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ* — মহৎ বা উন্নত স্তরের ভক্তের সেবা করার ফলে, মুক্তির দ্বার খুলে যায়। ঋষভদেবের পরিবারকে একজন সাধারণ বিষয়ীর পরিবারের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। ঋষভদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরত মহারাজ বিশেষভাবে মহান ছিলেন। তাই তাঁর আনন্দ বিধানের জন্য তাঁর অন্য পুত্রদের তাঁর সেবা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। সেটিই তাঁদের কর্তব্য ছিল।

পরমেশ্বর ভগবান ভরত মহারাজকে এই লোকের প্রধান শাসক হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। সেটিই ভগবানের প্রকৃত পরিকল্পনা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আমরা দেখতে পাই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে এই লোকের সম্রাট করতে চেয়েছিলেন। তিনি দুর্যোধনকে সেই পদটি কখনই দিতে চাননি। পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান ঋষভদেবের হৃদয় হচ্ছে *হৃদয়ং যত্র ধর্মঃ*। *ভগবদ্গীতাতেও* ধর্মের লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে—পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হও। ধর্ম রক্ষা করার জন্য (*পরিত্রাণায় সাধূনাম্*), ভগবান সর্বদা চান পৃথিবীর শাসক যেন একজন ভক্ত হয়। তাহলে সবকিছুই সকলের মঙ্গলের জন্য সুন্দরভাবে সম্পাদিত হয়। যখন কোন অসুর পৃথিবী অধিকার করে, তখন সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বর্তমানে এই জগৎ প্রজাতন্ত্রের প্রতি উন্মুখ হয়েছে, কিন্তু জনসাধারণ সাধারণত রজ এবং তমোগুণের দ্বারা কলুষিত। তাই তারা উপযুক্ত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের নেতারূপে মনোনয়ন করতে পারে না। অজ্ঞান শূদ্রেরা ভোট দিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে; তার ফলে আর একজন শূদ্র ভোটে জিতে রাষ্ট্রপতির পদ অধিকার করে, এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত সরকার কলুষিত হয়ে যায়। মানুষ যদি কঠোর নিষ্ঠা সহকারে *ভগবদ্গীতার* নীতি অনুসরণ করে, তাহলে তারা ভগবানের ভক্তকে রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত করবে। তখন আপনা থেকেই শাসন ব্যবস্থার উন্নতি হবে।

ঋষভদেব তাই ভরত মহারাজকে এই লোকের সম্রাটরূপে অনুমোদন করেছিলেন। ভগবানের ভক্তের সেবা করা মানে ভগবানেরই সেবা করা, কারণ ভক্ত সর্বদাই ভগবানেরই প্রতিনিধিত্ব করেন। ভক্ত যখন দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন সরকার সকলেরই জন্য অনুকূল এবং মঙ্গলময় হয়ে ওঠে।

শ্লোক ২১-২২

ভূতেষু বীরুদ্ভ্য উদুত্তমা যে
সরীসৃপাস্তেষু সবোধনিষ্ঠাঃ ।
ততো মনুষ্যাঃ প্রমথাস্ততোঽপি
গন্ধর্বসিদ্ধা বিবুধানুগা যে ॥ ২১ ॥
দেবাসুরেভ্যো মঘবৎপ্রধানা
দক্ষাদয়ো ব্রহ্মসুতাস্তু তেষাম্ ।
ভবঃ পরঃ সোঽথ বিরিঞ্চবীর্যঃ
স মৎপরোঽহং দ্বিজদেবদেবঃ ॥ ২২ ॥

ভূতেষু—চেতন এবং অচেতন সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে; **বীরুদ্ভ্যঃ**—বৃক্ষ থেকে; **উদুত্তমাঃ**—অনেক শ্রেষ্ঠ; **যে**—যারা; **সরীসৃপাঃ**—ভুজঙ্গ ইত্যাদি গমনশীল প্রাণী; **তেষু**—তাদের মধ্যে; **স-বোধ-নিষ্ঠাঃ**—যাদের বুদ্ধি বিকশিত; **ততঃ**—তাদের থেকে; **মনুষ্যাঃ**—মনুষ্যগণ; **প্রমথাঃ**—ভূত-প্রেত; **ততঃ অপি**—তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বগণ; **সিদ্ধাঃ**—সিদ্ধগণ; **বিবুধ-অনুগাঃ**—কিন্নরগণ; **যে**—যাঁরা; **দেব**—দেবতা; **অসুরেভ্যঃ**—অসুরদের থেকে; **মঘবৎ-প্রধানাঃ**—ইন্দ্র প্রমুখ; **দক্ষ-আদয়ঃ**—দক্ষ আদি; **ব্রহ্ম-সুতাঃ**—ব্রহ্মার পুত্রগণ; **তু**—তাহলে; **তেষাম্**—তাঁদের; **ভবঃ**—শিব; **পরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **সঃ**—তিনি (শিব); **অথ**—অধিকন্তু; **বিরিঞ্চ-বীর্যঃ**—ব্রহ্মা থেকে উৎপন্ন; **সঃ**—তিনি (ব্রহ্মা); **মৎ-পরঃ**—আমার ভক্ত; **অহম্**—আমি; **দ্বিজ-দেব-দেবঃ**—ব্রাহ্মণদের পূজক অথবা ব্রাহ্মণদের প্রভু।

অনুবাদ

চিৎ এবং অচিৎ—এই দুই প্রকার প্রকাশিত শক্তির মধ্যে পাথরাদি জড় পদার্থ থেকে সজীব বৃক্ষ ইত্যাদি (বনস্পতি, তৃণ, গুল্ম এবং বৃক্ষ) শ্রেষ্ঠ। স্থাবর বৃক্ষ থেকে গমনক্ষম সরীসৃপ শ্রেষ্ঠ। সরীসৃপ থেকে উন্নততর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন পশুরা

শ্রেষ্ঠ। পশুদের থেকে মানুষ শ্রেষ্ঠ, এবং মানুষ থেকে ভূত-প্রেত শ্রেষ্ঠ কারণ তাদের স্থূল দেহ নেই। তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব, এবং গন্ধর্বদের থেকে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ। সিদ্ধদের থেকে শ্রেষ্ঠ কিন্নর এবং তাঁদের থেকে শ্রেষ্ঠ অসুর। অসুরদের থেকে দেবতারা শ্রেষ্ঠ এবং দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন ইন্দ্র। ইন্দ্রের থেকে শ্রেষ্ঠ দক্ষ আদি ব্রহ্মার পুত্রগণ, এবং ব্রহ্মার পুত্রদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন শিব। শিব ব্রহ্মার পুত্র বলে ব্রহ্মা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ব্রহ্মাও আমার অধীন। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণদের আমার পূজ্য বলে মনে করি, তাই ব্রাহ্মণেরা হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ব্রাহ্মণদের ভগবানের থেকে উচ্চপদ প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণদের পরিচালনায় সরকার পরিচালিত হওয়া উচিত। যদিও ঋষভদেব তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরতকে সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট হওয়ার উপযুক্ত বলে পরামর্শ দিয়েছেন, তবুও তিনি উপদেশ দিয়েছেন যে, ব্রাহ্মণদের নির্দেশ পালন করে যথাযথভাবে পৃথিবী শাসন করতে। ভগবানের আরাধনা হয় *ব্রহ্মণ্যদেব* রূপে। ভগবান ভক্ত অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিপরায়ণ। ব্রাহ্মণ বলতে অবশ্য তথাকথিত জাত ব্রাহ্মণদের বোঝায় না, যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্রাহ্মণদের বোঝায়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে আটটি গুণ থাকা উচিত, যার উল্লেখ চতুর্বিংশতি শ্লোকে করা হয়েছে। যথা—শম, দম, সত্য, তিতিক্ষা ইত্যাদি। ব্রাহ্মণদের পূজা সর্বদা করা উচিত এবং শাসকদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের পরিচালনায় প্রজা শাসন করা। দুর্ভাগ্যবশত, কলিযুগে অতি উন্নত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষেরা রাষ্ট্রনেতা নির্বাচন করে না, এবং রাষ্ট্রনেতারাও যোগ্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত হয় না। তার ফলে সর্বত্রই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। জনসাধারণকে কৃষ্ণভক্তির শিক্ষা দেওয়া উচিত, যার ফলে গণতান্ত্রিক প্রথা অনুসারে তাঁরা ভরত মহারাজের মতো উত্তম ভক্তকে রাষ্ট্রের নেতারূপে নির্বাচন করতে পারেন। রাষ্ট্রনেতা যদি যোগ্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহলে সবকিছুই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠবে।

এই শ্লোকে পরোক্ষভাবে বিবর্তনের পন্থার উল্লেখ করা হয়েছে। জড়ের থেকে জীবনের উদ্ভব হওয়ার যে আধুনিক মতবাদ তা এই শ্লোকে কিয়দংশে সমর্থিত হয়েছে, কারণ এখানে বলা হয়েছে *ভূতেষু বীরুদ্ভ্যঃ*। অর্থাৎ, বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম ইত্যাদি উদ্ভিদ জড় পদার্থ থেকে শ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে বলা যায় যে জড়েরও বনস্পতিরূপে জীবদের প্রকাশ করার ক্ষমতা রয়েছে। এই অর্থে জড় থেকে জীবনের প্রকাশ

হয়, তেমনই আবার জড়েরও প্রকাশ হয় জীবন থেকে। *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*—"আমি সমস্ত চেতন এবং জড় জগতের উৎস। সবকিছুই আমার থেকেই প্রকাশিত হয়।"

দুই প্রকার শক্তি রয়েছে—জড় এবং চেতন—এবং উভয়ই মূলত শ্রীকৃষ্ণ থেকে আসছে। শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম পুরুষ। যদিও বলা যেতে পারে যে, জড় জগতে জীবশক্তির উদ্ভব হয় জড় পদার্থ থেকে, তাহলেও স্বীকার করতে হবে যে, জড় পদার্থের উদ্ভব হয়েছে পরম পুরুষ থেকে। *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্।* অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে জড় এবং চেতন উভয়ই পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভুত হয়েছে। বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে জীব যখন ব্রাহ্মণের স্তর প্রাপ্ত হন, তখন তিনি পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণ হচ্ছেন পরম ব্রহ্মের উপাসক, এবং পরম ব্রহ্ম ব্রাহ্মণদের পূজা করেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভক্ত ভগবানের অধীন, এবং ভগবানও তাঁর ভক্তের প্রসন্নতা বিধান করতে চান। ব্রাহ্মণকে বলা হয় *দ্বিজদেব*, এবং ভগবানকে বলা হয় *দ্বিজদেবদেব*। তিনি ব্রাহ্মণদেরও ঈশ্বর।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (*মধ্যলীলা,* ঊনবিংশতি অধ্যায়) বিবর্তনবাদের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে—

তার মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম'—দুই ভেদ ।
জঙ্গমে তির্যক্-জল-স্থলচর-বিভেদ ॥
তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর ।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ॥
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্ধেক বেদ 'মুখে' মানে ।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম নাহি গণে ॥
ধর্মাচারি-মধ্যে বহুত 'কর্মনিষ্ঠ' ।
কোটি-কর্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ ॥
কোটিজ্ঞানি-মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত' ।
কোটিমুক্ত-মধ্যে 'দুর্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত ॥

দুই প্রকার জীব রয়েছে—স্থাবর এবং জঙ্গম। জঙ্গমদের মধ্যে পক্ষী, পশু, জলচর, মানুষ ইত্যাদি রয়েছে। তাদের মধ্যে মানুষ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাদের সংখ্যা অল্প। এই অল্পসংখ্যক মানুষদের মধ্যে রয়েছে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ইত্যাদি বহু নিম্ন স্তরের মানুষ। যারা বেদ মানে, সেই যথেষ্ট উন্নত মানুষেরা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যারা বর্ণাশ্রম নামক বৈদিক প্রথা মানে, তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজনই প্রকৃতপক্ষে

তা মানে। আবার যাঁরা তা মানেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই কর্মনিষ্ঠ অর্থাৎ উচ্চলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য পুণ্যকর্ম করেন। *মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে*—হাজার হাজার সকাম কর্মে আসক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন জ্ঞানী দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ দার্শনিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা কর্মীদের থেকে শ্রেষ্ঠ। *যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ*—বহু জ্ঞানীর মধ্যে হয়তো একজন জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন, এবং কোটি কোটি মুক্ত পুরুষদের মধ্যে হয়তো একজন কৃষ্ণভক্ত হতে পারেন।

শ্লোক ২৩

ন ব্রাহ্মণৈস্তুলয়ে ভূতমন্যৎ
পশ্যামি বিপ্রাঃ কিমতঃ পরং তু ।
যস্মিন্নৃভিঃ প্রহুতং শ্রদ্ধয়াহ-
মশ্নামি কামং ন তথাগ্নিহোত্রে ॥ ২৩ ॥

ন—না; **ব্রাহ্মণৈঃ**—ব্রাহ্মণের সঙ্গে; **তুলয়ে**—সমান বলে মনে করি; **ভূতম্**—জীব; **অন্যৎ**—অন্য; **পশ্যামি**—আমি দেখি; **বিপ্রাঃ**—হে সমাগত ব্রাহ্মণগণ; **কিম্**—কোন কিছু; **অতঃ**—ব্রাহ্মণদের থেকে; **পরম্**—শ্রেষ্ঠ; **তু**—নিশ্চিতভাবে; **যস্মিন্**—যাঁদের থেকে; **নৃভিঃ**—মানুষদের দ্বারা; **প্রহুতম্**—যথাযথভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর নিবেদিত ভোজন; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা এবং প্রীতিপূর্বক; **অহম্**—আমি; **অশ্নামি**—আহার করি; **কামম্**—পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে; **ন**—না; **তথা**—সেই প্রকার; **অগ্নি-হোত্রে**—অগ্নিহোত্র যজ্ঞে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ, আমি এই জগতের কোন প্রাণীকে ব্রাহ্মণের সমতুল্য বা ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি না। আমার মনোভাব সম্বন্ধে অবগত ব্যক্তিরা যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর, শ্রদ্ধা এবং প্রীতি সহকারে ব্রাহ্মণের মুখে অন্ন প্রদান করার মাধ্যমে আমাকে ভোজন করায়। যখন এইভাবে আমাকে অন্ন নিবেদন করা হয়, তখন তা আমি পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে আহার করি। প্রকৃতপক্ষে, এইভাবে প্রদত্ত ভোজন আমি অগ্নিহোত্র যজ্ঞে নিবেদিত ভোজন থেকে অধিক তৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করি।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথা অনুসারে, যজ্ঞ সমাপ্তির পর ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে প্রসাদ সেবা করানো হয়। ব্রাহ্মণেরা যখন সেই প্রসাদ ভোজন করেন, তখন মনে করা হয় যে ভগবান স্বয়ং ভোজন করছেন। তাই কেউই যোগ্য ব্রাহ্মণের তুল্য নন। বিবর্তনের চরম পূর্ণতা হচ্ছে ব্রহ্মণ্য স্তরে অবস্থিত হওয়া। যে সভ্যতা ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় অথবা ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত হয় না, তা অবশ্যই নিন্দনীয়। বর্তমান মানব-সভ্যতা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, এবং তার ফলে অধিক থেকে অধিকতর মানুষ বিভিন্ন প্রকার নেশায় আসক্ত হচ্ছে। কেউই ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করে না। আসুরিক সভ্যতা উগ্র কর্ম বা ভয়ঙ্কর কার্যকলাপে আগ্রহশীল, এবং তার ফলে তাদের অন্তহীন কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য বড় বড় কলকারখানা তৈরি হচ্ছে। পরিণামে মানুষ সরকারের কর যোগাতে ব্যতিব্যস্ত হচ্ছে। মানুষেরা অধার্মিক হয়ে পড়েছে এবং তারা আর *ভগবদ্গীতার* নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে না। *যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যঃ*—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে, মেঘ উৎপন্ন হয় এবং বৃষ্টি হয়। যথেষ্ট বৃষ্টিপাতের ফলে, যথেষ্ট পরিমাণে অন্ন উৎপন্ন হয়। সমাজের কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে *ভগবদ্গীতার* নীতি অনুসরণ করা। তাহলে মানুষ অত্যন্ত সুখী হবে। *অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি*—পশুপাখি এবং মানুষেরা যখন যথেষ্ট পরিমাণে অন্ন আহার করে, তখন তারা বলবান হয়, তাদের হৃদয় নির্মল হয় এবং মস্তিষ্ক শান্ত হয়। তারা তখন জীবনের পরম উদ্দেশ্য, পারমার্থিক জীবনের প্রতি অগ্রসর হতে পারে।

শ্লোক ২৪

ধৃতা তনূরুশতী মে পুরাণী
যেনেহ সত্ত্বং পরমং পবিত্রম্ ।
শমো দমঃ সত্যমনুগ্রহশ্চ
তপস্তিতিক্ষানুভবশ্চ যত্র ॥ ২৪ ॥

ধৃতা—চিন্ময় তত্ত্ব অধ্যয়নের দ্বারা যা ধারণ করা হয়; **তনূঃ**—দেহ; **উশতী**—জড় কলুষ থেকে মুক্ত; **মে**—আমার; **পুরাণী**—শাশ্বত; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **ইহ**—এই জড় জগতে; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **পরমম্**—পরম; **পবিত্রম্**—পবিত্র; **শমঃ**—মন সংযম; **দমঃ**—ইন্দ্রিয় সংযম; **সত্যম্**—সত্যনিষ্ঠা; **অনুগ্রহঃ**—কৃপা; **চ**—এবং; **তপঃ**—

তপশ্চর্যা; **তিতিক্ষা**—সহনশীলতা; **অনুভবঃ**—ভগবান এবং জীব সম্বন্ধে উপলব্ধি; **চ**—এবং; **যত্র**—যেখানে।

অনুবাদ

শব্দরূপে বেদ আমার শাশ্বত অবতার। তাই বেদ হচ্ছে শব্দব্রহ্ম। এই জগতে ব্রাহ্মণেরা সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করেন এবং যেহেতু তাঁরা বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করেন, তাই তাঁদের মূর্তিমান বেদ বলে মনে করা হয়। ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণে অবস্থিত, তাই তাঁরা শম, দম, সত্য, অনুগ্রহ, তপস্যা, সহিষ্ণুতা, অনুভব—এই আটটি গুণের দ্বারা গুণান্বিত। অতএব সমস্ত জীবের মধ্যে কেউই ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়।

তাৎপর্য

এটিই হচ্ছে ব্রাহ্মণের যথার্থ বর্ণনা। ব্রাহ্মণ হচ্ছেন তিনি যিনি মন এবং ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা বৈদিক সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করেছেন। তিনি সমস্ত বেদের সত্যবাণী প্রচার করেন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) বলা হয়েছে—*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*। সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করার দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যিনি বেদের সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তিনিই সত্যের প্রচার করতে পারেন। তিনি জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ জর্জরিত বদ্ধ জীবদের প্রতি কৃপাপরায়ণ। তিনি জানেন যে কৃষ্ণভক্তির অভাবের ফলেই তাদের এই দুঃখ-দুর্দশা, তাই তিনি তাদের কৃষ্ণভক্তি দান করে আনন্দময় স্তরে উন্নীত করেন। বদ্ধ জীবদের আধ্যাত্মিক জীবনের মূল্য সম্বন্ধে শিক্ষা দান করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চিৎ-জগৎ থেকে অবতরণ করেন। তিনি তাদের তাঁর শরণাগত হতে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেন। তেমনই, ব্রাহ্মণেরাও বৈদিক জ্ঞান শিক্ষা লাভ করার পর, বদ্ধ জীবদের উদ্ধার কার্যে ভগবানকে সাহায্য করেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁদের সাত্ত্বিক গুণাবলীর জন্য ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, এবং তাঁরা এই জড় জগতে সমস্ত বদ্ধ জীবাত্মাদের মঙ্গল সাধনে রত।

শ্লোক ২৫

মত্তোঽপ্যনন্তাৎপরতঃ পরস্মাৎ
স্বর্গাপবর্গাধিপতের্ন কিঞ্চিৎ ।
যেষাং কিমু স্যাদিতরেণ তেষা-
মকিঞ্চনানাং ময়ি ভক্তিভাজাম্ ॥ ২৫ ॥

মত্তঃ—আমার থেকে; **অপি**—ও; **অনন্তাৎ**—শক্তি এবং ঐশ্বর্যে অসীম; **পরতঃ পরস্মাৎ**—উচ্চতম থেকে উচ্চতর; **স্বর্গ-অপবর্গ-অধিপতেঃ**—স্বর্গসুখ এবং মুক্তি প্রদানে সমর্থ; **ন**—না; **কিঞ্চিৎ**—কোন কিছু; **যেষাম্**—যাঁদের; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **উ**—আহা; **স্যাৎ**—থাকতে পারে; **ইতরেণ**—অন্য কিছুর সঙ্গে; **তেষাম্**—তাঁদের; **অকিঞ্চনানাম্**—যার কোন প্রয়োজন নেই অথবা কোন কিছু অধিকার করার বাসনা নেই; **ময়ি**—আমাকে; **ভক্তি-ভাজাম্**—ভক্তি করেন।

অনুবাদ

আমি সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ, সর্ব শক্তিমান এবং ব্রহ্মা, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ। আমি স্বর্গসুখ ও মুক্তি প্রদানকারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণেরা আমার কাছ থেকে কোন রকম জড়-জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা করেন না। তাঁরা অত্যন্ত পবিত্র এবং অকিঞ্চন। তাঁরা কেবল আমাতেই ভক্তি করেন। অন্য কারোর কাছে জাগতিক লাভের জন্য তাঁদের প্রার্থনা করার আর কি প্রয়োজন?

তাৎপর্য

আদর্শ ব্রাহ্মণোচিত গুণের বর্ণনা এখানে করা হয়েছে—*অকিঞ্চনানাং ময়ি ভক্তিভাজাম্*। ব্রাহ্মণেরা সর্বদাই ভগবানের সেবায় যুক্ত; তার ফলে তাঁদের কোন রকম জাগতিক অভাব নেই এবং তাঁরা কোন কিছু নিজের বলে দাবিও করেন না। ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে উৎসুক শুদ্ধ বৈষ্ণবদের অবস্থা বিশ্লেষণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—*নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য* (*শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য* ১১/৮)। যাঁরা প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান তাঁরা হচ্ছেন নিষ্কিঞ্চন, অর্থাৎ, তাঁদের কোন জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বাসনা নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন, *সন্দর্শনং বিষয়িনাম্ অথ যোষিতাং চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোহপ্যসাধু*—জড় ঐশ্বর্য এবং স্ত্রীসঙ্গের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ বিষ পান করার থেকেও ভয়ঙ্কর। যে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধ বৈষ্ণব, তাঁরা সর্বদাই ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন এবং সব রকম জাগতিক লাভের বাসনা থেকে তাঁরা মুক্ত। ব্রাহ্মণেরা জড় সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব ইত্যাদি দেবতাদের পূজা করেন না। এমনকি তাঁরা জড়-জাগতিক লাভের জন্য ভগবানের কাছেও প্রার্থনা করেন না; তাই এখানে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, এই জগতে ব্রাহ্মণেরাই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ জীব। শ্রীকপিলদেবও *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/২৯/৩৩) সেই কথা প্রতিপন্ন করেছেন—

তস্মান্ময্যর্পিতাশেষক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ ।
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্মণঃ ।
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্তুঃ সমদর্শনাৎ ॥

ব্রাহ্মণেরা সর্বদাই কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবায় রত। এইভাবে ভগবানের সেবায় উৎসর্গীকৃত ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই।

শ্লোক ২৬

সর্বাণি মদ্ধিষ্ণ্যতয়া ভবদ্ভি-
শ্চরাণি ভূতানি সুতা ধ্রুবাণি ।
সম্ভাবিতব্যানি পদে পদে বো
বিবিক্তদৃগ্ভিস্তদু হার্হণং মে ॥ ২৬ ॥

সর্বাণি—সমস্ত; **মৎ-ধিষ্ণ্যতয়া**—আমার অধিষ্ঠান বলে; **ভবদ্ভিঃ**—তোমাদের দ্বারা; **চরাণি**—জঙ্গম; **ভূতানি**—ভূতসমূহ; **সুতাঃ**—হে পুত্রগণ; **ধ্রুবাণি**—স্থাবর; **সম্ভাবিতব্যানি**—সম্মান করা উচিত; **পদে পদে**—প্রতিক্ষণ; **বঃ**—তোমাদের দ্বারা; **বিবিক্ত-দৃগ্ভিঃ**—ভগবান যে পরমাত্মারূপে সর্বব্যাপ্ত সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করার ফলে, যাঁর দৃষ্টি নির্মল হয়েছে; **তৎ উ**—পরোক্ষভাবে তা; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **অর্হণম্**—শ্রদ্ধা নিবেদন করে; **মে**—আমাকে।

অনুবাদ

হে পুত্রগণ, স্থাবর অথবা জঙ্গম কোন জীবের প্রতিই মাৎসর্য পরায়ণ হয়ো না। আমি তাদের সকলের মধ্যে বিরাজ করছি জেনে সর্বদা তাদের সম্মান করো, তাহলে আমার প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *বিবিক্ত-দৃগ্ভিঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে মাৎসর্যশূন্য। প্রতিটি জীবই ভগবানের মন্দির, কারণ পরমাত্মারূপে ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—*অণ্ডান্তরস্থং পরমাণুচয়ান্তরস্থম্* । ভগবান এই ব্রহ্মাণ্ডে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে অবস্থিত। আবার তিনি

প্রতিটি পরমাণুতেও অবস্থিত। *বেদের* বাণী অনুসারে—*ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্* । ভগবান সর্বত্র বিরাজ করছেন, এবং যেখানেই তিনি বিরাজ করেন সেটিই হচ্ছে তাঁর মন্দির। আমরা দূর থেকেও মন্দিরকে প্রণাম করি। তেমনই সমস্ত জীবদেরও সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। এই তত্ত্ব সর্বেশ্বরবাদ থেকে ভিন্ন। সর্বেশ্বরবাদ মনে করে যে, সবকিছুই ভগবান। সবকিছুই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত কারণ ভগবান সর্বত্র বিরাজমান। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সবকিছুই ভগবান। ধনী এবং দরিদ্রের ভেদভাবের ভিত্তিতে কিছু মূর্খলোক যে দরিদ্র-নারায়ণ পূজার প্রচলন করেছে, সেই ভ্রান্ত মতবাদের দ্বারা কখনও প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। নারায়ণ ধনী অথবা দরিদ্র উভয়ের মধ্যেই রয়েছেন। কখনও মনে করা উচিত নয় যে, দরিদ্রদের মধ্যেই নারায়ণ রয়েছেন। তিনি সর্বত্রই রয়েছেন। উন্নত ভক্ত সকলকে সম্মান প্রদর্শন করেন—এমনকি কুকুর-বিড়ালকে পর্যন্ত।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

"বিনম্র মহাত্মা তাঁর যথার্থ জ্ঞানের প্রভাবে, একজন বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, একটি গাভী, হস্তী, কুকুর এবং শ্বপচ বা চণ্ডালকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন।" (*ভগবদ্গীতা* ৫/১৮) এই *সমদর্শিনঃ* শব্দটির অর্থ এই নয় যে, জীব ও ভগবান সমান। জীব এবং ভগবানের পার্থক্য নিত্য। প্রতিটি জীবই ভগবান থেকে ভিন্ন। *বিবিক্তদৃক্* বা *সমদৃক্*-এর অজুহাতে জীব এবং ভগবানকে সমান করে দেওয়া একটি মস্ত বড় ভুল। ভগবান যদিও সর্বত্র বিরাজমান, তবুও তাঁর পদ সর্বোচ্চ। শ্রীল মধ্বাচার্য *পদ্মপুরাণের* উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন—*বিবিক্ত-দৃষ্টি-জীবানাং ধিষ্ণ্যতয়া পরমেশ্বরস্য ভেদদৃষ্টিঃ* । "যাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ এবং যিনি নির্মৎসর, তিনি ভগবানকে সমস্ত জীব থেকে ভিন্নরূপে দর্শন করতে পারেন, যদিও ভগবান সমস্ত জীবের মধ্যে বিরাজ করছেন।" *পদ্মপুরাণ* থেকে মধ্বাচার্য আর একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

উপপাদয়েৎ পরাত্মানং জীবেভ্যো যঃ পদে পদে ।
ভেদেনৈব ন চৈতস্মাৎ প্রিয়ো বিষ্ণোস্তু কশ্চন ॥

"যিনি জীবাত্মাকে পরমাত্মা থেকে ভিন্নরূপে দর্শন করেন, তিনি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।" *পদ্মপুরাণে* আরও বলা হয়েছে, *যো হরেশ্চৈব জীবানাং ভেদবক্তা হরেঃ প্রিয়ঃ*—"যিনি প্রচার করেন যে জীব ভগবান থেকে ভিন্ন, তিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয়।"

শ্লোক ২৭

মনোবচোদৃক্করণেহিতস্য
সাক্ষাৎকৃতং মে পরিবর্হণং হি ।
বিনা পুমান্ যেন মহাবিমোহাৎ
কৃতান্তপাশান্ন বিমোক্তুমীশেৎ ॥ ২৭ ॥

মনঃ—মন; **বচঃ**—বাণী; **দৃক্**—দৃষ্টি; **করণ**—ইন্দ্রিয়সমূহের; **ঈহিতস্য**—(দেহ, সমাজ, বন্ধুত্ব ইত্যাদি বজায় রাখার জন্য) সমস্ত কর্মের; **সাক্ষাৎকৃতম্**—সরাসরিভাবে প্রদত্ত; **মে**—আমাকে; **পরিবর্হণম্**—পূজা; **হি**—যেহেতু; **বিনা**—ব্যতীত; **পুমান্**—কোন ব্যক্তি; **যেন**—যা; **মহা-বিমোহাৎ**—মহা মোহ থেকে; **কৃতান্ত-পাশাৎ**—যমরাজের পাশ থেকে; **ন**—না; **বিমোক্তুম্**—মুক্ত হওয়ার জন্য; **ঈশেৎ**—সক্ষম হয়।

অনুবাদ

মন, চক্ষু, বাক্য ও অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির যথার্থ কার্য হচ্ছে আমারই সেবায় পূর্ণরূপে নিযুক্ত হওয়া। জীবের ইন্দ্রিয় যদি এইভাবে নিযুক্ত না হয়, তাহলে জীব যমরাজের পাশসদৃশ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না।

তাৎপর্য

নারদ-পঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে—

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্ ।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

এটিই হচ্ছে ভক্তির সারমর্ম। ভগবান ঋষভদেব সর্বক্ষণ ভক্তির উপরেই গুরুত্ব দিচ্ছেন, এবং এখন তিনি তাঁর চরম সিদ্ধান্তে বলছেন যে, সব কয়টি ইন্দ্রিয়ই ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় রয়েছে। এই দশটি ইন্দ্রিয় এবং মন পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা উচিত। তা না হলে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

শ্লোক ২৮

শ্রীশুক উবাচ

এবমনুশাস্যাত্মজান্ স্বয়মনুশিষ্টানপি লোকানুশাসনার্থং মহানুভাবঃ পরমসুহৃদ্ভগবানৃষভাপদেশ উপশমশীলানামুপরতকর্মণাং মহামুনীনাং ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং পারমহংস্যধর্মমুপশিক্ষমাণঃ স্বতনয়শতজ্যেষ্ঠং পরমভাগবতং ভগবজ্জনপরায়ণং ভরতং ধরণিপালনায়াভিষিচ্য স্বয়ং ভবন এবোর্বরিতশরীরমাত্রপরিগ্রহ উন্মত্ত ইব গগনপরিধানঃ প্রকীর্ণকেশ আত্মন্যারোপিতাহবনীয়ো ব্রহ্মাবর্তাৎ প্রবব্রাজ ॥ ২৮ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **অনুশাস্য**—উপদেশ দিয়ে; **আত্ম-জান্**—তাঁর পুত্রদের; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **অনুশিষ্টান্**—সুশিক্ষিত; **অপি**—যদিও; **লোক-অনুশাসন-অর্থম্**—মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য; **মহা-অনুভাবঃ**—মহাপুরুষ; **পরম-সুহৃৎ**—সকলের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী; **ভগবান্**—ভগবান; **ঋষভ-অপদেশঃ**—যিনি ঋষভদেব নামে বিখ্যাত; **উপশম-শীলানাম্**—যাঁদের জড় সুখভোগের কোন বাসনা নেই; **উপরত-কর্মণাম্**—যাঁরা সকাম কর্মে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন; **মহা-মুনীনাম্**—সন্ন্যাসীদের; **ভক্তি**—ভক্তি; **জ্ঞান**—দিব্য জ্ঞান; **বৈরাগ্য**—অনাসক্তি; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **পারমহংস্য**—সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ; **ধর্মম্**—কর্তব্য; **উপশিক্ষমাণঃ**—উপদেশ দিয়ে; **স্ব-তনয়**—তাঁর পুত্রদের; **শত**—এক শত; **জ্যেষ্ঠম্**—জ্যেষ্ঠ; **পরম-ভাগবতম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত; **ভগবৎ-জন-পরায়ণম্**—ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের অনুগামী; **ভরতম্**—মহারাজ ভরত; **ধরণি-পালনায়**—পৃথিবী শাসনের উদ্দেশ্যে; **অভিষিচ্য**—রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ভবনে**—গৃহে; **এব**—যদিও; **উর্বরিত**—অবশিষ্ট; **শরীর-মাত্র**—দেহ মাত্র; **পরিগ্রহঃ**—স্বীকার করে; **উন্মত্তঃ**—উন্মাদ; **ইব**—সদৃশ; **গগন-পরিধানঃ**—আকাশকে তাঁর বসনরূপে গ্রহণ করে; **প্রকীর্ণ-কেশঃ**—আলুলায়িত কেশ; **আত্মনি**—নিজের মধ্যে; **আরোপিত**—আরোপ করে; **আহবনীয়ঃ**—যজ্ঞাগ্নি; **ব্রহ্মাবর্তাৎ**—ব্রহ্মাবর্ত থেকে; **প্রবব্রাজ**—সারা পৃথিবী ভ্রমণ করতে লাগলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে সকলের পরম সুহৃৎ ভগবান ঋষভদেব লোকশিক্ষার জন্য তাঁর পুত্রদের শিক্ষা প্রদান করেছিলেন, যদিও তাঁরা সকলে সুশিক্ষিত ছিলেন। বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করার পূর্বে, পিতার পুত্রদের কিভাবে

উপদেশ দেওয়া উচিত, সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য তিনি তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন। কর্মবন্ধন মুক্ত নির্গুণ ভক্তিপরায়ণ সন্ন্যাসীরাও এই উপদেশ থেকে শিক্ষালাভ করতে পারেন। ঋষভদেব তাঁর শত পুত্রদের এই উপদেশ দিয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরত ছিলেন পরম ভাগবত এবং বৈষ্ণবদের অনুগত। সারা পৃথিবী শাসনের জন্য ভগবান ঋষভদেব তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন। তারপর অনিকেত হয়েও শরীরমাত্র পরিগ্রহ করে, উন্মত্তের মতো দিগম্বর ও বিমুক্ত কেশ হয়ে, আহবনীয় অগ্নিকে নিজের মধ্যে স্থাপন করে তিনি ব্রহ্মাবর্ত থেকে পরিব্রজে গমন করলেন।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে ভগবান ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের যে উপদেশগুলি দিয়েছিলেন, সেগুলি তাঁদের জন্য ছিল না, কারণ তাঁরা সকলেই সুশিক্ষিত এবং জ্ঞানবান ছিলেন। সেই উপদেশগুলি তিনি উত্তম ভক্ত হওয়ার অভিলাষী সন্ন্যাসীদের জন্য দিয়েছিলেন। ভক্তিপথের পথিক সন্ন্যাসীদের কর্তব্য ভগবান ঋষভদেবের উপদেশগুলি পালন করা। ভগবান ঋষভদেব গৃহে অবস্থান কালেও গৃহস্থ-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে নগ্ন অবস্থায় উন্মত্তের মতো ছিলেন।

শ্লোক ২৯

জড়ান্ধমূকবধিরপিশাচোন্মাদকবদবধূতবেষোঽভিভাষ্যমাণোঽপি জনানাং
গৃহীতমৌনব্রতস্তূষ্ণীং বভূব ॥ ২৯ ॥

জড়—জড়; **অন্ধ**—অন্ধ; **মূক**—মূক; **বধির**—বধির; **পিশাচ**—পিশাচ; **উন্মাদক**—উন্মাদ; **বৎ**—সদৃশ; **অবধূত-বেশঃ**—অবধূতের মতো (জড় জগতের সঙ্গে সংস্রব রহিত); **অভিভাষ্যমাণঃ**—এইভাবে সম্বোধিত হয়ে (বধির, মূক, অন্ধ বলে); **অপি**—যদিও; **জনানাম্**—জনতার দ্বারা; **গৃহীত**—গ্রহণ করে; **মৌন**—মৌন; **ব্রতঃ**—ব্রত; **তূষ্ণীম্ বভূব**—তিনি নীরব ছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান ঋষভদেব অবধূত বেশ ধারণ করে মানব সমাজের মধ্যে জড়, অন্ধ, মূক, বধির ও পিশাচের মতো বিচরণ করতেন। মানুষ যদিও তাঁকে সেই সমস্ত নামে সম্ভাষণ করত, তবুও তিনি মৌনাবলম্বন করে কারোর সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন না।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি কোনও রকম সামাজিক রীতিনীতির অপেক্ষা করেন না, বিশেষ করে বর্ণাশ্রম ধর্মের, তাঁকে বলা হয় অবধূত। কিন্তু এই প্রকার ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অন্তরমুখী হয়ে অবস্থান করেন এবং ভগবানের ধ্যানে মগ্ন থেকে সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত থাকেন। অর্থাৎ যিনি বর্ণাশ্রম ধর্মের নিয়মগুলি অতিক্রম করেছেন তাঁকে বলা হয় অবধূত। এই প্রকার ব্যক্তি ইতিমধ্যেই মায়ার বন্ধন অতিক্রম করেছেন, এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে নিস্পৃহ হয়ে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করেন।

শ্লোক ৩০

তত্র তত্র পুরগ্রামাকরখেটবাটখর্বটশিবিরব্রজঘোষসার্থগিরিবনাশ্রমাদিষ্বনু-পথমবনিচরাপসদৈঃ পরিভূয়মানো মক্ষিকাভিরিব বনগজস্তর্জনতাড়না-বমেহনষ্ঠীবনগ্রাবশকৃদ্রজঃপ্রক্ষেপপূতিবাতদুরুক্তৈস্তদবিগণয়ন্নেবাসৎ-সংস্থান এতস্মিন্ দেহোপলক্ষণে সদপদেশ উভয়ানুভবস্বরূপেণ স্বমহিমাবস্থানেনাসমারোপিতাহংমমাভিমানত্বাদবিখণ্ডিতমনাঃ পৃথিবী-মেকচরঃ পরিবভ্রাম ॥ ৩০ ॥

তত্র তত্র—ইতস্তত; **পুর**—নগরী; **গ্রাম**—গ্রাম; **আকর**—খনি; **খেট**—শস্যক্ষেত্র; **বাট**—উদ্যান; **খর্বট**—গিরিতটস্থিত গ্রাম; **শিবির**—সেনানিবাস; **ব্রজ**—গোনিবাস; **ঘোষ**—গোপনিবাস; **সার্থ**—তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামস্থল; **গিরি**—পর্বত; **বন**—অরণ্য; **আশ্রম**—ঋষিদের আশ্রম; **আদিষু**—ইত্যাদি; **অনুপথম্**—তাঁর ভ্রমণ পথে; **অবনিচর-অপসদৈঃ**—দুষ্টদের দ্বারা; **পরিভূয়মানঃ**—পরিবৃত হয়ে; **মক্ষিকাভিঃ**—মাছিদের দ্বারা; **ইব**—সদৃশ; **বন-গজঃ**—বনহস্তী; **তর্জন**—ভয় প্রদর্শনের দ্বারা; **তাড়ন**—প্রহার; **অবমেহন**—গায়ে প্রস্রাব করা; **ষ্ঠীবন**—গায়ে থুতু ফেলা; **গ্রাব-শকৃৎ**—পাথর এবং বিষ্ঠা; **রজঃ**—ধূলি; **প্রক্ষেপ**—নিক্ষেপ করে; **পূতি-বাত**—গায়ে অধোবায়ু ত্যাগ; **দুরুক্তৈঃ**—গালি দিয়ে; **তৎ**—তা; **অবিগণয়ন্**—গ্রাহ্য না করে; **এব**—এইভাবে; **অসৎ-সংস্থানে**—ভদ্র মানুষের অযোগ্য স্থান; **এতস্মিন্**—এই; **দেহ-উপলক্ষণে**—জড় দেহরূপে; **সৎ-অপদেশে**—সত্য বলে নির্ণয় করে; **উভয়-অনুভব-স্বরূপেণ**—দেহ এবং আত্মার প্রকৃত স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করে; **স্ব-মহিম**—তাঁর নিজের মহিমায়; **অবস্থানেন**—অবস্থিত হয়ে; **অসমারোপিত-অহম্-মম-অভিমানত্বাৎ**—"আমি এবং আমার" এই ভ্রান্ত ধারণা অস্বীকার করে; **অবিখণ্ডিত-মনাঃ**—অবিচলিত মনে; **পৃথিবীম্**—পৃথিবীর সর্বত্র; **একচরঃ**—একাকী; **পরিবভ্রাম**—তিনি ভ্রমণ করেছিলেন।

অনুবাদ

ঋষভদেব নগরী, গ্রাম, খনি, কৃষিক্ষেত্র, উপত্যকা, উদ্যান, সেনানিবাস, গোনিবাস, গোপপল্লী, যাত্রীনিবাস, পর্বত, অরণ্য, আশ্রম ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করতে লাগলেন। তাঁর ভ্রমণের সময় মাছিরা যেমন বনহস্তীকে ঘিরে উত্ত্যক্ত করে, সেইভাবে দুর্জনেরা ভয় প্রদর্শন, তাড়ন, গায়ে প্রস্রাব ও থুতু পরিত্যাগ, পাথর, বিষ্ঠা ও ধূলি নিক্ষেপ, অধোবায়ু ত্যাগ এবং দুর্বাক্য প্রয়োগ প্রভৃতির দ্বারা তাঁকে নানাভাবে ক্লেশ প্রদান করলেও তিনি সেই সমস্ত গ্রাহ্য করতেন না। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জড় শরীরের পরিণতিই তাই। তিনি চিন্ময় স্তরে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই তিনি এই সমস্ত অবমাননা গ্রাহ্য করতেন না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি চিৎ এবং অচিৎ-এর পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, এবং তাই তাঁর কোন রকম দেহাত্মবুদ্ধি ছিল না। এইভাবে কারোর প্রতি ক্রুদ্ধ না হয়ে তিনি একাকী সারা পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—*দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসার বন্ধন কাহাঁ তার* । কেউ যখন সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন যে, এই জড় দেহ এবং জড় জগৎ অনিত্য, তখন তিনি আর তাঁর শারীরিক দুঃখ এবং সুখের পরোয়া করেন না। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (২/১৪) উপদেশ দিয়েছেন—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥

"হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে অনিত্য সুখ এবং দুঃখের অনুভব হয়, সেগুলি ঠিক যেন শীত এবং গ্রীষ্ম ঋতুর গমনাগমনের মতো। হে ভরতকুল-প্রদীপ, সেই ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সেগুলি সহ্য করার চেষ্টা কর।"

ঋষভদেব সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে—*ইদং শরীরং মম দুর্বিভাব্যম্* । তাঁর জড় দেহের বন্ধন ছিল না, এবং তাই দুর্জনেরা তাঁকে যে যন্ত্রণা দিয়েছিল তা তিনি নীরবে সহ্য করেছিলেন। তারা তাঁর প্রতি মল এবং ধূলি নিক্ষেপ করলেও এবং তাঁকে প্রহার করলেও তিনি তা সহ্য করেছিলেন। তাঁর দেহ ছিল চিন্ময় এবং তার ফলে তিনি কোন বেদনা অনুভব করেননি। তিনি সর্বদাই চিন্ময় আনন্দে মগ্ন ছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।"

ভগবান যেহেতু সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, তাই তিনি কুকুর এবং শূকরের হৃদয়েও বিরাজমান। কুকুর এবং শূকর যদিও নোংরা স্থানে থাকে, তাহলেও মনে করা উচিত নয় যে, পরমাত্মারূপী ভগবানও সেই নোংরা স্থানে রয়েছেন। সমাজের দুষ্ট লোকেরা যদিও ভগবান ঋষভদেবের উপর অত্যাচার করেছিল, কিন্তু তিনি তার দ্বারা প্রভাবিত হননি। তাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, *স্ব-মহিম-অবস্থানেন*—'তিনি তাঁর স্বীয় মহিমায় অবস্থিত ছিলেন।' উপরোক্ত বিভিন্নভাবে তাঁকে নির্যাতন করা হলেও, তিনি কোন রকম দুঃখ অনুভব করেননি।

শ্লোক ৩১

অতিসুকুমারকরচরণোরঃস্থলবিপুলবাহ্বংসগলবদনাদ্যবয়ববিন্যাসঃ প্রকৃতিসুন্দরস্বভাবহাসসুমুখো নবনলিনদলায়মানশিশিরতারারুণায়তনয়নরুচিরঃ সদৃশসুভগকপোলকর্ণকণ্ঠনাসো বিগূঢ়স্মিতবদনমহোৎসবেন পুরবনিতানাং মনসি কুসুমশরাসনমুপদধানঃ পরাগবলম্বমানকুটিলজটিলকপিশকেশভূরিভারোঽবধূতমলিননিজশরীরেণ গ্রহগৃহীত ইবাদৃশ্যত ॥ ৩১ ॥

অতি-সু-কুমার—অত্যন্ত কোমল; **কর**—হাত; **চরণ**—পা; **উরঃস্থল**—বক্ষঃস্থল; **বিপুল**—দীর্ঘ; **বাহু**—বাহু; **অংস**—কাঁধ; **গল**—গলা; **বদন**—মুখ; **আদি**—ইত্যাদি; **অবয়ব**—অঙ্গ; **বিন্যাসঃ**—সুগঠিত; **প্রকৃতি**—প্রকৃতির দ্বারা; **সুন্দর**—সুন্দর; **স্ব-ভাব**—স্বাভাবিক; **হাস**—হাস্য; **সু-মুখঃ**—তাঁর সুন্দর মুখ; **নব-নলিন-দলায়মান**—সদ্যবিকশিত পদ্মের পাপড়ির মতো; **শিশির**—সমস্ত সন্তাপ হরণকারী; **তার**—চক্ষের মণি; **অরুণ**—রক্তিম; **আয়ত**—বিস্তৃত; **নয়ন**—চক্ষু; **রুচিরঃ**—সুন্দর; **সদৃশ**—সমতুল্য; **সুভগ**—সুন্দর; **কপোল**—গাল; **কর্ণ**—কান; **কণ্ঠ**—গলা; **নাসঃ**—তাঁর নাক; **বিগূঢ়-স্মিত**—গভীর হাসির দ্বারা; **বদন**—তাঁর মুখ; **মহা-উৎসবেন**—উৎসবের মতো; **পুর-বনিতানাম্**—পুরনারীগণ; **মনসি**—হৃদয়ে; **কুসুম-শরাসনম্**—কামদেব; **উপদধানঃ**—জাগরিত করে; **পরাক্**—সর্বত্র; **অবলম্বমান**—বিস্তৃত; **কুটিল**—কুঞ্চিত; **জটিল**—জটাযুক্ত; **কপিশ**—পিঙ্গল বর্ণ; **কেশ**—চুল; **ভূরি-ভারঃ**—প্রচুর; **অবধূত**—অনাদৃত; **মলিন**—মলিন; **নিজ-শরীরেণ**—তাঁর শরীরের দ্বারা; **গ্রহ-গৃহীতঃ**—পিশাচগ্রস্ত; **ইব**—যেন; **অদৃশ্যত**—তাঁকে মনে হত।

অনুবাদ

ভগবান ঋষভদেবের কর, চরণ এবং বক্ষস্থল ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ। তাঁর স্কন্ধদ্বয়, মুখমণ্ডল প্রভৃতি অবয়ব অত্যন্ত সুকোমল এবং সুগঠিত ছিল। তাঁর মুখমণ্ডল স্বভাবসিদ্ধ হাসিতে নিরন্তর শোভিত ছিল। তাঁর নয়নযুগল ছিল প্রভাতের শিশিরসিক্ত নবীন পদ্মফুলের পাপড়ির মতো স্নিগ্ধ এবং অরুণ বর্ণ। তাঁর চোখের তারা এত মনোহর ছিল যে, তা দর্শকের সমস্ত সন্তাপ হরণ করত। তাঁর কপাল, কর্ণ, কণ্ঠ, নাক এবং অন্য সমস্ত অবয়ব অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তাঁর মধুর হাসি সর্বদা তাঁর মুখকে অধিকতর সৌন্দর্যে মণ্ডিত করত। তা এতই সুন্দর ছিল যে, বিবাহিতা রমণীদের হৃদয়ও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত। তারা যেন কামবাণে জর্জরিত হতেন। তাঁর মাথা জুড়ে ছিল কুঞ্চিত জটাযুক্ত পিঙ্গল বর্ণ কেশ। তাঁর অবিন্যস্ত চুল, মলিন শরীর দেখে তাঁকে পিশাচগ্রস্ত বলে মনে হত।

তাৎপর্য

ভগবান ঋষভদেব যদিও তাঁর শরীরকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করেছিলেন, তবুও তাঁর দিব্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এতই আকর্ষণীয় ছিল যে, বিবাহিতা রমণীরাও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত। তাঁর সৌন্দর্য এবং মলিনতার সংমিশ্রণে তাঁর সুন্দর শরীরকে পিশাচগ্রস্ত বলে মনে হত।

শ্লোক ৩২

যর্হি বাব স ভগবান্ লোকমিমং যোগস্যাদ্ধা প্রতীপমিবাচক্ষাণস্তৎ-প্রতিক্রিয়াকর্ম বীভৎসিতমিতি ব্রতমাজগরমাস্থিতঃ শয়ান এবাশ্নাতি পিবতি খাদত্যবমেহতি হদতি স্ম চেষ্টমান উচ্চরিত আদিগ্ধোদ্দেশঃ ॥ ৩২ ॥

যর্হি বাব—যখন; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—ভগবান; **লোকম্**—জনসাধারণ; **ইমম্**—এই; **যোগস্য**—যোগ সাধনের; **অদ্ধা**—প্রত্যক্ষভাবে; **প্রতীপম্**—বিরুদ্ধ; **ইব**—সদৃশ; **আচক্ষাণঃ**—দর্শন করে; **তৎ**—তাঁর; **প্রতিক্রিয়া**—প্রতিকারের জন্য; **কর্ম**—কর্ম; **বীভৎসিতম্**—নিন্দনীয়; **ইতি**—এইভাবে; **ব্রতম্**—আচরণ; **আজগরম্**—অজগরের (এক স্থানে থেকে); **আস্থিতঃ**—গ্রহণ করে; **শয়ানঃ**—শয়ন করে; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **অশ্নাতি**—আহার করে; **পিবতি**—পান করে; **খাদতি**—চর্বণ করে; **অবমেহতি**—মূত্র ত্যাগ করে; **হদতি**—মল ত্যাগ করে; **স্ম**—এইভাবে; **চেষ্টমানঃ**—অবলুণ্ঠিত হয়ে; **উচ্চরিতে**—বিষ্ঠায় এবং মূত্রে; **আদিগ্ধ-উদ্দেশঃ**—এইভাবে তাঁর শরীর লিপ্ত হয়েছিল।

অনুবাদ

ভগবান ঋষভদেব যখন দেখলেন যে, জনসাধারণ তাঁর যোগ সাধনের প্রতিবন্ধকতা করছে, তখন তিনি তার প্রতিকারের জন্য আজগর বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি একস্থানে শয়ন করেই আহার, পান এবং মল-মূত্র পরিত্যাগ করতেন এবং সেখানেই অবলুণ্ঠন করতেন। তার ফলে তাঁর শরীর তাঁর নিজের বিষ্ঠা এবং মূত্রে লিপ্ত হয়েছিল, যাতে বিরোধী দুর্জনেরা এসে তাঁকে বিরক্ত না করে।

তাৎপর্য

মানুষ একস্থানে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে থাকলেও তার অদৃষ্ট অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। সেটিই হচ্ছে শাস্ত্রের বাণী। কেউ যখন চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি একস্থানে থাকলেও পরমেশ্বর ভগবানের ব্যবস্থাপনায় তাঁর সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ হয়। কেউ যদি ভগবানের বাণীর প্রচারক না হন, তাহলে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করার কোন প্রয়োজন হয় না। মানুষ একই স্থানে থেকে কাল এবং পরিস্থিতি অনুসারে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে পারে। ঋষভদেব যখন দেখেছিলেন যে, সর্বত্র পরিভ্রমণ করার ফলে কেবল বিঘ্নেরই সৃষ্টি হচ্ছে, তখন তিনি অজগরের মতো একস্থানে শুয়ে থাকতে মনস্থ করেছিলেন। এইভাবে তিনি একস্থানে শয়ন করে আহার, পান করতেন এবং সেখানেই মল-মূত্র ত্যাগ করতেন। তার ফলে তাঁর শরীর মল-মূত্রে লিপ্ত হয়েছিল এবং মানুষেরা আর তাঁকে বিরক্ত করতে তাঁর কাছে আসত না।

শ্লোক ৩৩

তস্য হ যঃ পুরীষসুরভিসৌগন্ধ্যবায়ুস্তং দেশং দশযোজনং সমন্তাৎ সুরভিং চকার ॥ ৩৩ ॥

তস্য—তাঁর; **হ**—প্রকৃতপক্ষে; **যঃ**—যা; **পুরীষ**—বিষ্ঠার; **সুরভি**—সৌরভের দ্বারা; **সৌগন্ধ্য**—সুগন্ধযুক্ত; **বায়ুঃ**—বায়ু; **তম্**—তা; **দেশম্**—দেশ; **দশ**—দশ; **যোজনম্**—যোজন পর্যন্ত (আট মাইলে এক যোজন হয়); **সমন্তাৎ**—চতুর্দিকে; **সুরভিম্**—সুগন্ধিত; **চকার**—করেছিল।

অনুবাদ

যেহেতু ঋষভদেব সেই অবস্থায় ছিলেন, তাই মানুষ আর তাঁকে বিরক্ত করেনি। কিন্তু তাঁর মল-মূত্রে কোন দুর্গন্ধ ছিল না। পক্ষান্তরে, তাঁর মল-মূত্র এতই

সুগন্ধিত ছিল যে, তার সৌরভে চতুর্দিকে দশ যোজন পর্যন্ত স্থান সুরভিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে পারি যে, ঋষভদেব দিব্য আনন্দে মগ্ন ছিলেন। তাঁর মল এবং মূত্র জড় জগতের মল-মূত্রের মতো না হয়ে সুগন্ধিত ছিল। জড় জগতেও গোময় পবিত্র এবং বীজাণুনাশক বলে মনে করা হয়। গোময় একস্থানে স্তূপীকৃত করে রাখলেও তা থেকে কোন দুর্গন্ধ বেরোয় না এবং কেউ বিরক্ত হয় না। তা থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে অনুমান করতে পারি যে, চিৎ-জগতে মল এবং মূত্রও সুগন্ধযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, ঋষভদেবের মল-মূত্রের প্রভাবে সমস্ত পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম হয়ে উঠেছিল।

শ্লোক ৩৪

এবং গোমৃগকাকচর্যয়া ব্রজংস্তিষ্ঠন্নাসীনঃ শয়ানঃ কাকমৃগগোচরিতঃ পিবতি খাদত্যবমেহতি স্ম ॥ ৩৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **গো**—গাভী; **মৃগ**—হরিণ; **কাক**—কাকের; **চর্যয়া**—কার্যকলাপের দ্বারা; **ব্রজন্**—বিচরণ করে; **তিষ্ঠন্**—একস্থানে থেকে; **আসীনঃ**—উপবিষ্ট হয়ে; **শয়ানঃ**—শয়ন করে; **কাক-মৃগ-গো-চরিতঃ**—ঠিক কাক, মৃগ এবং গাভীর মতো আচরণ করে; **পিবতি**—পান করে; **খাদতি**—খায়; **অবমেহতি**—প্রস্রাব করে; **স্ম**—তিনি তাই করেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে ঋষভদেব গাভী, মৃগ এবং কাকের বৃত্তি অনুগমন করেছিলেন। কখনও গমন করে, কখনও বা একস্থানে অবস্থান করে, কখনও উপবেশন করে এবং কখনও শয়ন করে তিনি গাভী, মৃগ ও কাকের মতো আচরণ করে পান, ভোজন ও মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ করতেন।

তাৎপর্য

ঋষভদেব ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান, তাই তাঁর দেহ ছিল দিব্য চিন্ময়। যেহেতু সাধারণ মানুষ তাঁর আচরণ এবং যোগসাধন বুঝতে পারত না, তাই তারা তাঁকে বিরক্ত করত। তাই তাদের প্রতারণা করার জন্য তিনি কাক, গাভী এবং মৃগের মতো আচরণ করতেন।

শ্লোক ৩৫

ইতি নানাযোগচর্যাচরণো ভগবান্ কৈবল্যপতির্ঋষভোঽবিরতপরম-মহানন্দানুভব আত্মনি সর্বেষাং ভূতানামাত্মভূতে ভগবতি বাসুদেব আত্মনোঽব্যবধানানন্তরোদরভাবেন সিদ্ধসমস্তার্থপরিপূর্ণো যোগৈশ্বর্যাণি বৈহায়সমনোজবান্তর্ধানপরকায়প্রবেশদূরগ্রহণাদীনি যদৃচ্ছয়োপগতানি নাঞ্জসা নৃপ হৃদয়েনাভ্যনন্দৎ ॥ ৩৫ ॥

ইতি—এইভাবে; **নানা**—বিবিধ; **যোগ**—যোগের; **চর্যা**—অনুষ্ঠান করে; **আচরণঃ**—অভ্যাস করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **কৈবল্য-পতিঃ**—কৈবল্য বা সাযুজ্য মুক্তি প্রদাতা; **ঋষভঃ**—ভগবান ঋষভদেব; **অবিরত**—নিরন্তর; **পরম**—পরম; **মহা**—অত্যন্ত; **আনন্দ-অনুভবঃ**—দিব্য আনন্দ অনুভব করে; **আত্মনি**—পরমাত্মায়; **সর্বেষাম্**—সমস্ত; **ভূতানাম্**—জীবের; **আত্ম-ভূতে**—হৃদয়ে অবস্থিত; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **বাসুদেবে**—বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণকে; **আত্মনঃ**—নিজের; **অব্যবধান**—অভেদ; **অনন্ত**—অন্তহীন; **রোদর**—ক্রন্দন, হাস্য, কম্পন আদি; **ভাবেন**—প্রেমের লক্ষণের দ্বারা; **সিদ্ধ**—সিদ্ধ; **সমস্ত**—সমস্ত; **অর্থ**—বাঞ্ছিত ঐশ্বর্যসহ; **পরিপূর্ণঃ**—পূর্ণ; **যোগ-ঐশ্বর্যাণি**—যোগশক্তি; **বৈহায়স**—আকাশে বিচরণ করে; **মনঃ-জব**—মনের গতিতে ভ্রমণ করে; **অন্তর্ধান**—অদৃশ্য হওয়ার শক্তি; **পরকায়-প্রবেশ**—অন্য শরীরে প্রবেশ করার ক্ষমতা; **দূর-গ্রহণ**—দূরস্থিত বস্তু দর্শন করা; **আদীনি**—ইত্যাদি; **যদৃচ্ছয়া**—অনায়াসে; **উপগতানি**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **ন**—না; **অঞ্জসা**—প্রত্যক্ষভাবে; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **হৃদয়েন**—হৃদয়ে; **অভ্যনন্দৎ**—গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ভগবান ঋষভদেব যোগীদের আচরণ প্রদর্শন করার জন্যই এইভাবে বিবিধ যোগের অনুষ্ঠান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন মুক্তির অধীশ্বর, এবং মুক্তির আনন্দ থেকেও শত-সহস্র গুণ অধিক চিন্ময় আনন্দে তিনি মগ্ন ছিলেন। বাসুদেব কৃষ্ণই হচ্ছেন ঋষভদেবের অংশী, তাই তাঁদের স্বরূপে কোন ভেদ ছিল না, এবং তার ফলে ঋষভদেব অশ্রু, পুলক, কম্পাদি লক্ষণ সমন্বিত ভগবৎ-প্রেম জাগরিত করেছিলেন। তিনি সর্বদাই ভগবানের দিব্য প্রেমে মগ্ন ছিলেন। তার ফলে অন্তরীক্ষে বিচরণ, মনের গতিতে ভ্রমণ, অন্তর্ধান, অন্য দেহে প্রবেশ, দূরদর্শন প্রভৃতি যোগসিদ্ধি যদিও আপনা থেকেই উপস্থিত হয়েছিল, তবুও তিনি সেগুলি ব্যবহার করেননি।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে (*মধ্য* ১৯/১৪৯) বলা হয়েছে—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী—সকলি 'অশান্ত'॥

সমস্ত বাসনা পূর্ণ না হলে শান্ত হওয়া যায় না। জড়বাদীই হোক অথবা অধ্যাত্মবাদীই হোক, সকলেই তাদের বাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টা করছে। যারা জড় জগতে রয়েছে তারা সকলেই অশান্ত, কারণ তাদের অন্তহীন কামনা বাসনা রয়েছে। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত নিষ্কাম। *অন্যাভিলাষিতাশূন্য*—ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সব রকম জড় কামনা বাসনা থেকে মুক্ত। পক্ষান্তরে, কর্মীরা ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করতে চায় বলে কামনা বাসনায় পূর্ণ, তারা এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে, অতীত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যতে, কখনই শান্ত নয়। তেমনই জ্ঞানীরাও মুক্তি লাভ করে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার বাসনা করে। যোগীরাও অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি ইত্যাদি সিদ্ধি কামনা করে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত এই সমস্ত বিষয়ে মোটেই আগ্রহী নন, কারণ তিনি সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের করুণার উপর নির্ভরশীল। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন যোগেশ্বর, সমস্ত যোগসিদ্ধির অধিপতি, এবং তিনি আত্মারাম, সর্বতোভাবে আত্মতৃপ্ত। এই শ্লোকে বিভিন্ন যোগসিদ্ধির বর্ণনা করা হয়েছে। যোগসিদ্ধির ফলে কোন রকম যন্ত্র ছাড়াই অন্তরীক্ষে বিচরণ করা যায়, এবং মনের গতিতে ভ্রমণ করা যায়। অর্থাৎ, এই ব্রহ্মাণ্ডে অথবা ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে কোন স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা করা মাত্রই যোগী তৎক্ষণাৎ সেখানে যেতে পারেন। মনের গতি যে কত দ্রুত তা মাপা যায় না, কারণ এক নিমেষের মধ্যেই মন কোটি কোটি মাইল দূরে চলে যেতে পারে। সিদ্ধযোগী অন্যের শরীরে প্রবেশ করে তাদের ইচ্ছা অনুসারে কার্য করতে পারেন। এইভাবে যোগী তাঁর বৃদ্ধ শরীর ত্যাগ করে কোন যুবক শরীরে প্রবেশ করে, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে আচরণ করতে পারেন। ভগবান বাসুদেবের অংশ ঋষভদেব এই সমস্ত যোগশক্তি সমন্বিত ছিলেন, কিন্তু তিনি কৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তি পরায়ণ হয়েই সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত ছিলেন, যে ভক্তি অশ্রু, পুলক, কম্পাদি লক্ষণের দ্বারা প্রকাশিত হত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'পুত্রদের প্রতি ভগবান ঋষভদেবের উপদেশ' নামক পঞ্চম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।